বিল্বভানু

(পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্য-কাব্য)

(চাতরা এম্প্রেস থিয়েটার অভিনীত।)

"নাস্তি যজ্ঞাদিকার্য্যাণি হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌবিমুক্তয়ে নৃনাং নাস্ত্যেবগতিরন্যথা॥"

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী-বিরচিত।

শ্রীরামপুর।

গাঙ্গুলি এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নারদ,(ভক্তি, শ্রদ্ধা)॥

সান্দ্র	...	...	...	দৈত্যাধিপতি।
শালিম্ব	...	...	...	„ সহোদর।
বিল্বভানু	...	...	...	„ পুত্র।
শুক্রচার্য্য	...	...	...	দৈত্য গুরু।
পুণ্ডরীক } অঙ্গিরা }	...	...	...	তাপসদ্বয়।

সেনাপতি, ঘাতুকগণ, ব্যাধগণ, মন্ত্রি প্রতিহারী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সুকেশিনী	...	...	দৈত্যরাজ পত্নী।
হেমাবতী	...	...	শুক্রচার্য্যের পালিতা কন্যা।
ইন্দুমতী } সুহাসিনী }	...	...	সুকেশিনীর বয়স্যাদ্বয়।

অপ্সরাগণ ইত্যাদি।

বিল্বভানু।

—o—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তপোবন।

অঙ্গীরা ও পুণ্ডরীক।

অঙ্গী। সখা! বিকল অন্তর— মম, ঘুচাও সংশয়;—
কিরূপে জানিলে তুমি, সুখপূর্ণ হইবে ধরণী,
নাহি রবে পাপ দাপ,—ঘুচিবে সন্তাপ; অজ্ঞান
তিমির নাশি জ্ঞান জ্যোতি হইবে বিকাশ?

পুণ্ড। ভক্ত শ্রীনিবাস—শুক্র অভিশাপে, জন্মিয়াছেন—
দৈত্যকুলে; শুনিলাম নারদের ঠাঁই।—

অঙ্গী। মিত্রবর! কেবা ভক্ত শ্রীনিবাস? বুঝিবারে
হেন ভাষ, বড় আশ জাগিতেছে মনে।

পুণ্ড। সোদর-প্রতিম! স্থির কর হিয়া, শুন মন দিয়া
পূরব কাহিনী। যবে ভার্গব কৃপায়,
নির্জর-নিকরে; মন্ত্রবলে, সান্ত্ররাজ করি

পরাভব, সুরেশে রোধেছিল কারাগারে;
সেই কালে, দয়াময় হেরিয়ে দেবের দুর্গতি,
বধিতে দুর্ম্মতী—চিন্তিয়া উপায়; বিফল করিতে
মন্ত্র, নীজ অংশ ভেদ করি ভক্ত রূপে তারে
করিল উদ্ভব; শুক্রবাসে করিতে প্রেরণ।

অঙ্গী। শুনিতে পূরব আখ্যান, বিকল হতেছে প্রাণ;
কহ, সখা! শাপগ্রস্থ হইল কি রূপে?

পুণ্ড। অদ্ভুত আখ্যান, সখা! বিষ্ণুভক্ত দেবের
আদেশে, দৈত্য-গুরু-বাসে, শিষ্য ছলে
হলে উপনীত; দেব-মায়ায় মোহিত হইয়া পরাণী
সুত-ভৃগুমুণী, পুত্র প্রায় তারে
করাইল অধ্যয়ন। একদা দৈত্যগুরু,
দৈত্যের আদেশে, নিজ বাসে রাখিয়ে তাহারে;—
পশিলেন রাজ-নিকেতনে। অনূঢ়া দৈত্য-গুরু-সুতা—
ষোড়শী যুবতী, ছিল ঋতুমতী দৈবের নির্ব্বন্ধে;
মদনে বিকল চিত, দেবমায়া বুঝিতে কে পারে?
চিন্তিয়া অন্তরে, মদন প্রহারে ধায়; যথা—কুরঙ্গী
কুরঙ্গ পাশে। বিষ্ণুভক্ত হেরি নিজ বাসে,
তুষিল সন্তোষে; ধর্ম্ম পথ করিয়া আশ্রয়।
না শুনিল তায়; মদনে বিহ্বলা নারী, বলে ধরি;—
উদ্যত হইল আলিঙ্গনে। ক্রোধোদ্দীপনে,
বিষ্ণুভক্ত দিলা অভিশাপ, দিবাতে বিটপী,
মানবী নিশীথে, পাপিনী হইয়া তুই,—ভুঞ্জিবি

দুঃসহ-যাতন। কাতর বচন, কতই কহিল যূনী।
পদে ধরি করিলে রোদন; উদার অন্তরে,
কহিল তাহারে, উদ্ধার হইবি তুই বৈষ্ণব পর্শেতে।
হেন কালে, উপনীত সুত-ভৃগুমুণী; বিকল
পরাণী কি হেতু কহিল সুতারে। পদে ধরি কাঁদিয়া
কতই, নন্দিনী কহিল গদ্গদ স্বরে; অবনী ভিতরে বড়—
অভাগিনী আমি। উদ্বাহের তরে, বিষ্ণুভক্তে—
করিনু আকিঞ্চন; বলি কুবচন, অভিশাপ দিল
মোরে;—দিবাতে বিটপী হ'বি—মানবী নিশীথে।
কি হবে,—কি হবে; হায়!—শোকে প্রাণ যায়!
নিশীশেষে, কেমনে ভুঞ্জিব দুঃসহ যাতন? কর ইহার
বিধান; পিতো! নতুবা জীবন ত্যজিব পাবকে।

অঙ্গী। কন্যার হেরিয়ে দুর্গতী; দৈত্যগুরু কি করিলেন বিধি?

পুণ্ড দৈত্যবংশ নিধন কারণ, ঘটিয়াছে এরূপ ঘটন;
নারায়ণের চক্র এই! ধ্যানেতে ভার্গব পারিল
জানিতে। ক্রোধেতে, বিষ্ণুভক্ত দিলা অভিশাপ,
কন্যারে করিয়ে অনাথা, যেমতি দিলিরে হৃদে ব্যাথা,
শতব্যাথা পা'বি তুই; দৈত্য বংশে জন্মিয়া দুর্ম্মতী—
ইষ্টদেবে হবি বিস্মরণ। পিতার মুখে শুনি এ বচন
নন্দিনী কহিল পিতারে, কি করিলে—কি করিলে;—
পিতো! হতাস করিলে প্রাণে? ভার্গব প্রবোধ বাক্যে
বুঝাইল কত। কেন মা দুঃখিত হও? বিষ্ণুভক্ত
নহে সামান্য রতন; বিষ্ণু অংশোদ্ভব!

দৈত্যের নিধন কারণ ;—নারায়ণের চক্র এই। কর চিন্তাদূর ; মাতিয়ে পরাণে, হরি-ধ্যানে থাক নিমগন ; পাইবে রতন পুনঃ—দৈত্যবংশ নিধন হইলে। দোষশান্তি হেতু, মা, তোমার কারণ, ত্যজিয়া দানব রাজন ; চলিনু প্রভাস-কূলে। শুভফলে হলে পরিণত ; দেখা হবে পুনঃ।—বলি স্মরি পঞ্চাননে, সঁপিয়ে চরণে সুতে তার ; পশিলেন প্রভাসের কূলে। শঙ্করের কোপানলে, এবে বিফল হইবে মন্ত্র সঞ্জীবন ; দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ; নারায়ণ করিবে অচিরে। বিষ্ণুভক্তে তাহে, নির্ব্বাণ মুক্তি—করিয়ে প্রচার ; উদ্ধারিবে পাপী তাপে। নাহি রবে অকাল মৃত্যু, জরা, ব্যাধি আদি, পাপের নিগড় মাঝে, জ্ঞানচক্ষু হবে বিকসিত ; জীবগণ তাহে অবাধে তরিবে ভবে।

পট পরিবর্ত্তন।

(দৃশ্য—অলম্বু কানন।)

গীত গাহিতে গাহিতে কতিপয় ব্যাধের প্রবেশ।

গীত।

দেখ্, দেখ্ দেখ্, দেখ্‌রে ঐ ম্রেগটা বনে,
গাছ্ খাচ্চে ওখানে ;—
বধ্‌না গোপনে।
শর ধনুকে দিয়ে চাপ, চাপরে কোসে চাপ
যেন—হয়না কোরে ফাঁক ;—
দেখিস ভাই !
চুপ চুপ চুপ, ঐ দেখ কচ্ছে হুপ. হুপ.—
বেঁধ এবার গুপ্ গুপ্।
ওকি হ'ল, হায় কি হ'ল—হায় কি হ'লরে !
ঐ দেখ গেল পালিয়ে ;—
(মরি হায়) !

১ম ব্যাধ। যদিবা পেনু কত বন ঘেঁটে,
অদেষ্টে নাকি কলার এঁটে ;
বল্ কেমন করে জোটে।
গিন্নী যে ভাই কট্ কটে,

সুধু হাতে বাড়ী গেলে ;
এক চোট্ নেবে চেলে।

২য় ব্যাধ। সুধু চেলে, পিটে পিটে এঁটে করে তোলে।

৩য় ব্যাধ। কেমন গুণ যে পায়ের তলে,
বাক্ সরেনা খুন হলে।

১ম ব্যাধ। গুন্ গুন্‌টো বেরোয়না এটে ;—

২য় ব্যাধ। কিন্তু,—ভাল যায় দিন্‌টে।

৩য় ব্যাধ। তা বটে—বটে—বটে—
মার্‌লে জোরে ঝেটার মুড়ি,
যেমন করে হগ ঘুরি ফিরি ;—
নিয়ে যেতেই হবে পাখী এক কুড়ী।

২য় ব্যাধ। আরে ওইটেইত লগ্ন বাড়ী,
ওরে জোরেতে আসে কড়ি ;
কপাল পাথর উড়ে গিয়ে,
ঝক্ ঝকে বেড়ায় চেয়ে।

১ম ব্যাধ। ঐ দেখ, ঐ দেখ, মের্‌গ একদল আসে ছুটে।

২য় ব্যাধ। কইরে—কইরে !

১ম ব্যাধ। যে দিকে সুজ্জি মামা যাচ্চে পাটে,
দেখ্‌রে শালা বেঁটে।

২য় ব্যাধ। হুঁ ! বটে—বটে—
একটা বেঁধে গেল দেখ্ লতার জালে।

১ম ব্যাধ। চল ধরিগে ধন্থু ফেলে—

(বেগে অগ্রসর)।

একিরে—একিরে !
ঐ গাছে কেন আগুন জ্বলে।

২য় ব্যাধ। দেখ্‌তে, দেখ্‌তে পুড়ে গেল ডাল।

৩য় ব্যাধ। কোত্থেকেরে এল ছাওয়াল ?

২য় ব্যাধ। ছাওয়াল নয়রে, যেন, মাগী ?
ভাল করে দেখ্‌ দেখি ?

৩য় ব্যাধ। হুঁ ! মাগী বটে,
কিন্তু, গায়ে আগুন ছোটে।

১ম ব্যাধ। আগুন নয়রে রূপের জ্বালা।

৩য় ব্যাধ। দূরশালা—দূরশালা !

১ম ব্যাধ। দৌড়ে বাবা বলে পালা।

২য় ব্যাধ। এদিক পানে আস্‌চে যেরে !

৩য় ব্যাধ। হুঁ ! চল তবে একটু যাই সরে।

(কিঞ্চিৎ পশ্চাতে আগমন)।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় গেল ?
ঐ দেখ্‌, যেমন গাছ তেম্নি হল।

১ম ব্যাধ। হয় ভূত, নয় পেত্নি ;
তানা হলে কি হয় এম্নি ?
বাহগ্‌, ভাই !
দেখ্‌লে গা কেঁপে ওঠে।

২য় ব্যাধ। তা আর বল্‌তে ?
গিন্নীর আজ সেঁকার জোরে ;

তাই, মোর প্রাণ এল ধড়ে।
নইলে ;
পড়তুম এতক্ষণ হাঁকরে। (ভঙ্গিমার সহিত)

১ম ব্যাধ। পাড়ায় ভিক্ষে করে খাব ;—
তবু আর না বনে আসব।
গিন্নীর আচল ধরে ;
রাত্তিরেতে থাক্‌ব শুয়ে।

৩য় ব্যাধ। কাজ কি ভাই আর হেথা থেকে ;—
প্রাণ হারাবি কি বিপাকে ?

১ম ব্যাধ। চল পালিয়ে ছুটে,
ভেদো খুড়োকে সঙ্গে করে ;—
মহারাজকে বলি গিয়ে।

সকলে চল তবে।

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ সভা।

সান্দ্র, শালিম্ব, মন্ত্রী ও সভাসদ্গণ।

সান্দ্র। মন্ত্রিবর! গুরুর প্রসাদে,—
এত দিনে; পূর্ণকাম হইল আমার।
শাসিতে সুর দাপ, পেনু ভার;
আকাঙ্খা সকলি মিটিল।
পূজিত ত্রিদশ পুরী,—
মন্ত্রের শিখায়—পদানত ত্রিসংসার।
রোপি আশাতরু;—
শুভ ফল ভাগ্যেতে ফলিল।
কিন্তু এবে—বিচলিত চিতসদা,
জিতেন্দ্রিয় বীরের প্রধান, শালিম্ব সোদরে মম;
ধরনী ঈশ্বর পদে করিবারে অভিষেক।
বুধগণের অগ্রগণ্য তুমি;
উপযুক্ত যুক্তি কর স্থির।

মন্ত্রী। প্রভু!
ক্ষুদ্র-বুদ্ধি জ্ঞান হীন আমি;—

রাজ কার্য্য কি জানি বিশেষ ?
জ্ঞান-জ্যোতি তুমিই আমার।
ধৈর্য্য, বীর্য্যে, সৌজন্যে,—
তুলনা না দেখি এর সনে ;
উপযুক্ত অবনী ঈশ্বর পদে।
স্থির যুক্তি এই ; হৃদি মাঝে জাগে, মহারাজ !

সান্দ্র। ভাই !
দিবানিশি এক মনে, মন্ত্রির সদনে ;—
রাজকার্য্য শিখ বিধিমতে।
গুরুর আদেশ আনিয়ে ত্বরায়
শুভলগ্নে শুভ কার্য্য করি সমাপন ;—
মিটাইব মনের পিয়াশ।

(জনৈক বার্ত্তাবাহকের প্রবেশ।)

বার্ত্তা। মহারাজ ! প্রণিপাত করি পদে।

(তদ্রূপ করণ।)

সান্দ্র। কহ, দূত ! কিবা প্রয়োজন ?
বার্ত্তা। কতিপয় জীব হিংসক, মহারাজে হেরিবারে ;—
দ্বারদেশে করিছে অপিক্ষা।
সান্দ্র। অনুযোগ করহ তাহারে,
কি অভিপ্রায় রাজিয়া অন্তরে ;—
দরশনে মোর হয়েছে সাকাঙ্ক্ষ ?—
বার্ত্তা। প্রভূ আজ্ঞা শিরে ধরি চলিলাম পুনঃ।

(বার্ত্তাবাহকের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।)

মহারাজ! প্রতিভাষ দানিল নিষাদগণ ;
ঈশ্বর সৃষ্টির মাঝে,
বিচিত্র ব্যাপার নয়নে নিরখি ;—
রাজ পাশে আগমন, করিতে মীমাংসা।

সান্দ্র। ভাল, কি আপত্তি তায় ?
সত্বর আনিবারে হও যত্নবান।

বার্ত্তাবাহকের প্রস্থান, ও ভাহুর প্রবেশ।

ভাহু। প্রভু! শ্রীচরণে করি প্রণিপাত।

সান্দ্র। কহরে, নিষাদ!
কি মানসে হেথা আগমন ?

ভাহু। আশ্চর্য্য ব্যাপার কালি নিরখি নয়নে ;
মহারাজে বলিবারে, এসেছি এখানে।
জনৈক সুন্দরী নারী, বিহরে কাননে ;
হেনরূপ কভু আমি হেরিনি নয়নে।
রূপের তুলনা তার বর্ণিতে না পারি ;
বিদ্যাধরী লাজে মরে, হেরিসে মাধুরী।
আশ্চর্য্য ব্যাপার হেরি অন্তর শিহরে ;—
মানবী নিশীথে, দিবায় বৃক্ষরূপ ধরে।
তিষ্ঠিতে না পারে কেহ ভয়েতে তথায় ;
যাহা হয় কর, প্রভু! ইহার উপায়।

সান্দ্র। অকারণ নির্ম্মূল—কেন কর সুখের বিটপী ?
নির্ভয়ে নির্ভর করি বিনোদ অন্তরে ;—
নিরুদ্বেগে ক্ষেপণ করহ কাল।
বহিতে ভূভার, সৃজিয়াছেন ধাতা ;—
অবনীতে, অবনী ঈশ্বর !

ভানু। প্রভূ আজ্ঞা শিরোধার্য্য দাসে।

(প্রস্থান।)

সান্দ্র। সচিব প্রবর ! সদত অন্তর—
ডুবিছে নর্ম্ম-নীরে,
না পারি রোধিতে ;—কি বিচিত্র ভাব !

মন্ত্রি। দৈত্যকুল তিলক !
দৈব কর্ম্ম বড়ই কঠিন ;
কে পারে বুঝিতে তাঁর গতি ?
নিয়তীর যত খেলা, সকলি তাঁর মায়া ;
মায়া বলে ঘুরিছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ;—
অনন্ত কর্ম্মের প্রভা দেখাতে জগতে।
জীবের প্রফুল্ল হেতু, কত শত ঠাঁই ;—
সৃজিয়াছেন বিবি আশ্চর্য্য ঘটন।
বিচিত্র কি তায় ?—মহারাজ !

সান্দ্র। আহা ! দেবের সৃজন,—
কিবা মন লোভা ? হেরিবারে তায়,—
উৎসুক অন্তর। ধাইছে দ্রুত বেগে ;
বিবম প্রতাপ ! না পারি রোধিতে মন্ত্রি ?

নিবারিতে তেজ, চলিনু অটবী মাঝে ;—
হেরিতে অদ্ভুত একা,—
আড়ম্বরে নাহি প্রয়োজন।

(প্রস্থান।)

খালি। কি ফল ক্ষেপণে কাল এ হেন সময় ?
গিয়াছে মোদের বিধি লইতে বিরাম ;
প্রয়াসী হই মোরা, চল, সভাসদ্গণ !
কাটাইতে সুখ-কোলে হৃদয় আনন্দ।

(সকলের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দশ্য।

(নগরোপকণ্ঠ)

সান্দ্রের প্রবেশ।

সান্দ্র। বিরাজি অন্তরে আশ
বহে যার তরে শ্বাস
অনন্ত ভাবনা স্রোতে হইয়া মগন।
পাব কি আমি তারে
তমো-রাশি যাবে দূরে
উজলিবে সুখ—রবি মোহিয়া পরাণ ?

(পরিক্রমণ ও চিন্তা।)

না, না,—ছি, ছি,—একি প্রলোভন ?
নিরাশা রাহুর ছলা
হৃদে জাগি করে খেলা
প্রকাশিল নব আশা, স্বপন সমান !
সদা হৃদি-তন্ত্রী লয়ে
মধুর সঙ্গীত স্বরে
তুলিছে সতত তান অলীক কল্পনা !
সে মধুর রব শুনি
বিকল হতেছে প্রাণী
ডুবিছে গভীর নীরে, মানস-কমল।
(পরিক্রমণ ও চিন্তা)
কেনরে উন্মত্ত চিত
অন্য পথে হও রত
প্রলোভনে ভুলি সদা কুহক মায়ায় ?
জাননা ইহার ছলা
প্রলোভনে করি খেলা
ঘুচায় মনের সাধ, ঘটায় রোদন।
(পরিক্রমণ ও চিন্তা।)
প্রলোভনে দূর কর—মিছে কেন আর ?
আকাশ কুসুম মত
ভাব মন অবিরত
অবশ্য মিটিবে সাধ, ত্যজ কুস্বপন ;
নিরাশ বন্ধন মিছে ছার প্রলোভন।

নত যার ত্রিসংসার
ভেবে দেখ একবার
অসাধ্য কি আছে তার জগতে এমন।
সাধিলে সকলি পারে করিলে মনন ॥
তাই বলিরে চিত
হয়ে সদা চেষ্টিত
লভিতে রতনে চল অলম্বু-কানন।
সাধিলে অবশ্য সিদ্ধ আদর্শ প্রধান ॥

(সান্ত্রের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

অলম্বু-কানন।

(নেপথ্যে বৈতালিকগণের সন্ধ্যা স্থচক সংগীত।

অস্ত গেল দিনমণি তিমিরে ডুবা'য়ে ক্ষৌনী—
উদিলরে নিশামণি, কাঁদে কমলিনী।
বিহঙ্গ শাবক ল'য়ে,
ধায় সবে কুহু স্বরে ;

ওঁ রবে পুলকান্তরে পূজে ইষ্ট যত মুনি।
হরষে কুমুদী সতী,
ভাসে লয়ে নিজ পতি,
তা হেরি' বিরহী সতী, কাঁদে যেন কাঙ্গালিনী॥

(সান্দ্রের প্রবেশ।)

সান্দ্র। মিটাইতে মনস্কার
দেখা দিলা সুধাকর
মনসাধে মন-আশ করিতে পূরণ।

(সহসা বন মধ্যে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক)

একি!—কেন রে চিত
কি লাগি হইলি ভীত
প্রবেশিগহন মাঝে, মিলিয়া নয়ন?
কি যেন কোথায় গেল
করি হৃদে কোলাহল
সহসা কাঁদিয়া উঠে কিসের কারণ?
ডান অক্ষি নৃত্য করে
অমঙ্গল চারি ধারে
কে যেন কহে ধীরে প্রয়াস শমন।
আবেশে আকুল প্রাণ শুনি সেবচন!

(পরিক্রমণ চিন্তা)

ছি, ছি !—একি মম চিত্তের বিভ্রম ?
অলীক ব্যাকুল স্রোতে
ভাসিতেছি দহি চিতে
অবোধ বালক সম, করিয়া রোদন ?
সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে
ত্রিসংসার পদতলে
ধারণ করিছে যিনি, ডরায় জীবন ?
ধন্যরে কুহক মায়া তুহারি বন্ধন।
উর যার হৃদি পরে
দিশে হারা কর তারে
হরি-জ্ঞান, প্রবঞ্চিত তস্কর সমান।
জেনে শুনে তবু, হায় ! বদ্ধ হও প্রাণ।
জাননা বিধির লীলা
ধরাতে করায় খেলা
রতনে রতন সম, করিয়া সৃজন ;
শত দূরে থাকে যদি করায় মিলন।
তাই বলি করি হেলা
কুহক-তিমির ছলা
সাধ হৃদে মন আশ করিতে পূরণ।
নির্ব্বোধ জনের মত রহ কি কারণ ?

পরিক্রমণ ও চিন্তা)

(নেপথ্যে সঙ্গীত ধ্বনি)

কোথা' হে দিননাথ ঘুচাও হে বিষাদ
ডাকি'ছে দুঃখিনী কাতরে।
করিয়া অপাঙ্গে রক্ষ হে আতঙ্গে
(রাখি) চরণ যুগল প্রান্তরে।

সান্দ্র। একি? রমণীর কণ্ঠস্বর বলি, হয় যেন পরিচিত।
যাহগ্ হই ধাবিত ;—
দেখি কে গাইছে বিপিন মাঝারে।

(সান্দ্রের প্রস্থান।)

পট পরিবর্ত্তন।

(দৃশ্য—অলম্বু-কানন মধ্যস্থিত দেব-মন্দির)

হেমাবতী—গীত।

হায় রমেশ, জগদীশ, সর্ব্বেশ, মুর-মর্দ্দন।
তার হরি দুঃখহারী, মাধব, জনার্দ্দন॥
নয়ন সলিল মিশাইয়ে
সচন্দন তুলসী ল'য়ে
পুজে তব রাঙ্গাপদ, কাতরা নারায়ণ॥

সদয় হও হে দুঃখিনীরে
ভাসাওনা আঁখি ধারে
বিপদ সাগরে পড়ে, করিহে নিবেদন ॥

(সান্দ্রের প্রবেশ।)

সান্দ্র। আহা মরি! কে এ নারী তড়িৎ-বরণী?
উজলি বিজন বন
করে দেবে আরাধন
মোহিল নিরখি মন মোহিনী প্রভায়।
কিবা শোভে, আহা মরি চারুনন তায় ॥
হেরিয়ে শারদ-শশী
দুঃখ নীরে সদা ভাসি
তুলিতে তুলনা লাজে, মেঘেতে লুকায়।
মরি তায় কিবা চারু ভ্রুভঙ্গে ভুলায় ॥
লাজ ভয়ে মৃগ-মদ
হয়ে সদা শশঙ্কিত
কাঁদিছে চাঁদের কোলে, হইয়া দুঃখিত।
কি ছার মিছার কামধনু সুশোভিত ॥
পঙ্কজ-মৃণাল জিনি
ভুজদ্বয় অনুমানি
কুচদ্বয় সম গণি দাড়িম্ব বিদরে।
হৃদয়-কপাট যেন কামের আলয়ে ॥

হেরিয়ে মোহিনী ঠাম
হৃদয়েতে জীয়ে কাম
দহে প্রাণ অবিরাম মদন-আগুনে।

(চিন্তা)

এই কি সেই নারী, যা শুনিনু শ্রবণে?

হেমা। ওহো! কত কাল আর, দুঃখ-ভার
সহিব জগতে। শ্রীমধুসূদন—বিপদ-ভঞ্জন!—
অনাথ-বান্ধব হরি! কর ত্রাণ,—নয় মরি;—
যন্ত্রণা না পারি সহিতে আর, নারায়ণ!
ঘুচাও অভাগী-রোদন, কাতরে ডাকি ঘনে ঘন;
পাতকীরে করহ উদ্ধার। কৃপাময়!
হওহে সদয়, অধৈর্য্য-হৃদয়, কণ্ঠ রোধ হয়;—
না পারি ডাকিতে আর।

সান্দ্র। (সম্মুখস্থ হইয়া)
কে তুমি সুন্দরী এ ঘোর বিজনে;—
ভাসিছ আঁখি-নীরে হইয়া অধীরা?
কি লাগি এ ভাব তব? দানি পরিচয়,
আকুল অন্তর মোর কর পরিতোষ।

হেমা। 'পুষ্পাজীবির রমা বলি' বিখ্যাত জগতে।
ক্রন্দন বিকার মম ক্ষতির কারণেতে॥

সান্দ্র। প্রতারণা, সুলোচনা! কিসের কারণ?
ভাল, মানিলাম যেন তাই; বিকৃতি—
বিভাব কেন নয়নে নিরখি? দিবাতে

বিটপী, কেনলো, সুন্দরি! কি ছলে
যামিনীতে হয়ে মানবিনী ; পূজহ কাননে
সদা বিষাদ অন্তরে। সত্য পথ
করিয়া আশ্রয়, দেহ পরিচয় ; নতুবা—
ধরিনু বসন ; ঘুচাইতে তিরোভাব মানব অদৃশ্য !
(বস্ত্র ধারণ।)

হেমা। ছি, ছি, ছি !—একি কাজ ? ছেড়ে দাও—
সতী-বাস ;—শরমে বাজ দিওনা রাজন।
ওহো! বৃথাহল কাকুতি মিনতি ;—
ধন্য পুরুষ কু-জন !

সান্দ্র। বল, সতীভাব কেমনে বুঝায় ? কুলবালার
ইহা নয় প্রথা, স্বামী সহবাস ত্যজি ;—
কাননে ভ্রমণ করে নিশীথ সময়।

হেমা। বাক্য-বিষে, কেন, প্রভু! বধ অবলায় ?
বারস্ত্রীর প্রেমে মুগ্ধ পতি, কানন রক্ষক
হেতু ; নিশীথে ভ্রমণ করি। ছেড়ে দাও—
মিনতি করি ; পতি হেরি কি কবে রাজন ?

সান্দ্র। কহ, সত্যভাষ ? এখনি ছেড়ে দিব বাস ;
নতুবা, হেন আশ দাও জলাঞ্জলি।

হেমা। মহারাজ ! প্রতারণা নাহি করি, ছেড়ে দাও—
পদে ধরি ; যাই আমি নিজস্থানে !—

সান্দ্র। কোথা যাবে, শশিমুখী ? কটাক্ষে হরিয়া মন ;
যেতে চাও করিতে প্রয়াণ ? ছি, ছি ! এই কি—

তরুণীর উচিত? নিরখি চাঁদের মধুর হাসি,
উন্মত্ত চকোর চিত্ত; রক্ষ দানি অমীয় পয়োধি।

হেমা। শুনে কথা, মনে ব্যাথা,
পেলেম বড় লাজ;
বলে ধরে সতীনারী,—
রাজার এই কাজ?

সান্দ্র। কি! অমর্ত্ত্য পূজিত আমি;—আমারে গঞ্জনা?
রে দুর্নীতে! এখনও তুষ্ট করি মন;
আকাঙ্খা করহ নিবৃত্তি।

হেমা। (স্বগত)
অবর্থ্য জানি দৈত্য রোষ। ঘটিবে
বিষম; অনুমানি মন, আশঙ্কায় কাঁপে—
নিরন্তর। তুষ্ট করি ছলে, যত্নবান হই সদা—
দূরিতে অমর্ষ।

(প্রকাশ্যে)

ক্ষম দোষ দৈত্যরাজ অবলা ভাবিয়ে।
অপকায করেছি বড় কটুক্তি বলিয়ে॥
অভিশাপে আক্রান্ত হয়েছি দারুণ।
কেমনে পতিপদে বরিব তরুণ?

সান্দ্র। কি লাগি অধীরা হও? দৈব বিড়ম্বন,
হইবে খণ্ডন; যাবে দূরে দুঃখরাশি।
কহলো প্রকাশি? বিকাশি সুখতারা—
সম্মুখে তোমার। কিরূপে হইবে উদ্ধার?

হেমা। (অধোমুখে নিরুত্তর)

সান্দ্র। সুন্দরি! তুচ্ছ অভিশাপে ডরি কেন কর ভয়?
কর মোরে পতিত্বে বরণ; বিনাশে নীহার—
যথা, রবি উষাকালে, মনো দুঃখ তব নাশিব
তেমতি। কহ, সতি! নিরুত্তরে রহ কি কারণ?
করিতে মোচন; অটল প্রতিজ্ঞা পাশে হইনু
আবদ্ধ। এবে দুষ্ট-শর, স্মর হইয়া নিদয়
হানিছে বিষম! অসহ্য পরাণ; ক্ষণেকের
তরে হইয়া সদয়; অপটু দেহের ভার হর—চন্দ্রাননি!

হেমা। (স্বগত)
ওহো! কিছুতেই নারিনু ভুলাতে
ছলে। কি হবে— কি হবে; কেমনে—
পাইব নিষ্কৃতি।—
(প্রকাশ্যে) গীত।

কোথা' পতীত পাবন, বিপদ ভঞ্জন, হর!
বিপদে পড়িয়ে ডাকি, দুঃখিনীর দুঃখহর!
দিতি-সুত দাপ ভয়ে
শূন্য প্রাণে আছি ডরে
রহেছে জীবন কেবল, স্মরি' পদ অভয়!
এ সময়ে দয়াময়
হওনা হে নিরদয়
অভাগীরে কৃপাকর জাহ্নবী ধর;—

ভজন বিহিন বলি
থেকনা হে অবহেলি
জীবের জীবন জীবে, রক্ষ, শূলী, শঙ্কর !

(মহাদেবের আবির্ভাব ও হেমাবতীর অন্তর্দ্ধ্যান।)

মহা। আরে রে পামর সান্দ্র দৈত্য কুলাধম !
এত অহঙ্কার তোর ; সতীর সতীত্ব—
হরণে হয়েছিস উদ্যত ? রে দুর্ব্বৃত্ত !
যার বলে তুই এত বলীয়ান, বিফল
হইয়া সেই মন্ত্র সঞ্জীবনী ; অচিরে সবংশে
দুষ্ট হইবি নিধন।

সান্দ্র। দুঃখ হর, সম্বর কোপ ত্রিলোচন।
নাবুঝে করেছি, প্রভো ! হেন আচরণ॥
পদপ্রান্তে, মূঢ় ভ্রান্তে, করিয়া ধারণ।
আশু-তোষে তুষ্ট হয়ে কর বিমোচন॥

মহা। অলঙ্ঘন মমবাক্য, শোন্‌রে নীচাশয় :
কর্ম্ম ভোগে, কর্ম্ম ফল অন্যথা না হয়।

(পটক্ষেপণ)

ভজন বিহিন বলি

থেকনা হে অবহেলি

জীবের জীবন জীবে, রক্ষ, শূলী, শঙ্কর !

(মহাদেবের আবির্ভাব ও হেমাবতীর অন্তর্দ্ধ্যান।)

মহা। আরে রে পামর সান্দ্র দৈত্য কুলাধম !
এত অহঙ্কার তোর ; সতীর সতীত্ব—
হরণে হয়েছিস উদ্যত ? রে দুর্ব্বৃত্ত !
যার বলে তুই এত বলীয়ান, বিফল
হইয়া সেই মন্ত্র সঞ্জীবনী ; অচিরে সবংশে
দুষ্ট হইবি নিধন।

সান্দ্র। দুঃখ হর, সম্বর, কোপ ত্রিলোচন।
নাবুঝে করেছি, প্রভো ! হেন আচরণ॥
পদপ্রান্তে, মূঢ় ভ্রান্তে, করিয়া ধারণ।
আশু-তোষে তুষ্ট হয়ে কর বিমোচন॥

মহা। অলঙ্ঘন মমবাক্য, শোন্‌রে নীচাশয় :
কর্ম্ম ভোগে, কর্ম্ম ফল অন্যথা না হয়।

(পটক্ষেপণ)

শালি। দেবের দুর্লভ নিধি মন্ত্র সঞ্জীবন। পদ্মাসন—
করে জীবে সমর্পণ, করি উচ্চারণ ; ভৃগুনন্দন—
নিদর্শন রেখেছে জগতে। কি আছে বিশয় ?
নির্ভয়ে হৃদে স্থান দেহ দৈত্যপতি ; অধোগতি—
পারে কি হইতে ?

সান্দ্র। ধৈর্য্য না মানেরে চিত ;—অবিরত চঞ্চল অন্তর।
সমীর পরশে যথা—ধূনিত কার্পাস, মনাকাশ
করেছে আঁধার ; দুরাচার হর রাহু গ্রাসি দৈত্য রবি।—

শালি। ধৈর্য্য ধরি শান্তকর মন; উচাটন কি হেতু—
দৈত্যেশ ? ত্রিদশ ঈশ্বর তুমি যাহার কৃপায়,
অপার যন্ত্রনায় হয়েছ উদ্ধার ;
চরণ তাহার, ভক্তি ভাবে করহ পূজন।
সুখের তপন হাসিবে বিকাশি পুনঃ—
হৃদয় মন্দিরে ;—রাহু দুরাচারে করিয়া বিনাশ !

সান্দ্র। ভাইরে ! তব বাক্য শুনি হল মোর জ্ঞানের সঞ্চার।
যাইব গুরু অন্বেষণে একা—মিটাইতে আধি।
যতকাল না আসি ফিরিয়া, ততকাল,—
রাজ্য মোর, সঁপিলাম তোর করে।
সুখে রাখিও প্রজাগণে ; মম আজ্ঞা
করোনারে হেলা। যাও তুমি, ভাই !
মন্ত্রীর সমীপে ; মহিষীর সনে করিতে সাক্ষাৎ—
চলিনু এবে অন্তঃপুরে আমি।

(দুই দিক দিয়া দুই জনের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

(শয়নকক্ষ ।)

বামগণ্ডে করতল স্থাপনপূর্ব্বক সুকেশিনী
পর্য্যাঙ্কোপরি শায়িতা ।

সুকেশিনী ।　　গীত ।

চাতকিনী প্রায়
সদত এ মন প্রাণ আশা পথে ধায় ।
কোথাহে হৃদয় স্বামী, কাতরে ডাকিহে আমি ;
দেখাদিয়ে গুণমণী, যুড়াও হৃদয় ॥
বিনে তব চন্দ্রানন, অধৈর্য্য হ'তেছে প্রাণ
শোকেতে সদামগন, বুঝি প্রাণ যায় ;—
নিদয় হইয়ে কান্ত, থেকনাহে হ'য়ে ভ্রান্ত
হৃদয় করহ শান্ত, আসি এসময় ।

(নেপথ্যে পদশব্দ ।)

একি !—কা'র শুনি পদ-শব্দ ; কে আসে এবাসে ?

(সান্দ্রের প্রবেশ) ।

সান্দ্র ।　　ওহো ! বজ্রসম শেল বাণী করিয়া প্রকাশ ;
কেমনে হানিব,—হায় !—অবলার হৃদে ?

কোন প্রাণে মাগিব বিদায় ? নাজানি—হায়!—
শুনিয়ে এ দারুণ কথা ; মর্ম্মে ব্যথা—
কতই পাইবে।

সুকে। এস, এস, হৃদয় রতন! শর্ব্বরী করিয়া বঞ্চন,
পদে ঠেলি অভাগীরে ; কোথা ছিলে—কালি এতক্ষণ ?
তিলেক হইলে ছাড়া ভাসি দুঃখ-নীরে।
সন্তরিতে নাহি পারি শোক পারা পারে॥
কত জ্বালা সহি প্রাণে, কি কব তোমারে ?
কি বুঝিবে ? জানে বিধি কত দুঃখ ধরে।
পুরুষ নিষ্ঠুর অতি, এবে জানিনু অন্তরে।
যার তরে ভাবে বালা, দুঃখ দেয় তারে॥
বল, বল, অভাগিনীর-হৃদয়-ঈশ্বর!
কেমনে দুঃখিনীরে ছাড়ি ধরহে অন্তর ?

মাল্য। প্রাণেশ্বরি! ভুলিতে কি পারি ;—ও মুখ
সরোজ-উপমা ? কুরঙ্গ নয়নে! কেন
কর ভাবনা ; তোমা ছাড়া থাকিতে কি পারি ?

সুকে। কেন হেন বাণী, কহ, গুণমণি! এই কি
পুরুষ ধারা ; মিষ্ট কথায় ভুলাতে রমণী ?
হেরিলে নয়নে, ভালবাস কত মতে ;
যেন, আমারই কিছু নাহি জান। পলকে
হইলে অন্তর, বল দেখি, প্রাণেশ্বর!
হেন ভাব, থাকে কি হৃদয়ে তোমার ?

সান্দ্র। আদরিণি! এ বার কি নূতন কথা?
জান না কি অন্তর আমার? স্মৃতিপথে
মোহিনী-মুরতী তব, এক মাত্র ধরিয়া লো
হৃদে রেখেছি যতনে। অন্য ধন কিছু নাই;—
বিনা ও চারু অধর। তিলেক হইলে অন্তর,
যে করে অন্তর;—তোমা বিনা প্রাণময়ি!
বর্ণিতে না পারি; যদি দেখাবার হত,
দেখাইতাম বিদরিয়া হৃদি;

সুকে। যে করে অন্তর নাথ আমার কারণ।
দেখা গেছে কালি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সান্দ্র। পত্নী পাশে পতি দোষী সদা পদে পদে,
প্রাণেশ্বরি! ত্যজ লো সংশয়; বৃথা—
কেন ভাব অকারণ? অদ্ভুত করিতে
দর্শন কালি;—কাটায়েছি শর্ব্বরী কাননে।

সুকে। তথায় কি হেরিলে, গুণমণি?

সান্দ্র। শুন তবে সুলোচনা! আশ্চর্য্য ঘটনা;—
জনৈক রমণী, দিবাভাগে হয় বৃক্ষরূপী—
মানবী নিশীথে হয়। হেন অপরূপ হেরি,
আশ্চর্য্য হইনু মরি; ব্যাকুল হইল প্রাণী—
আনিতে ভবনে। ওহো!—চন্দ্রাননে!—না, না,—

সুকে। কিলাগি অধীর অন্তর? বল, প্রাণেশ্বর!
অধৈর্য্য হতেছে অন্তর;—এ বিকার নাপারি—
দেখিতে।

সান্দ্র। চন্দ্রাননি! ওহো! শুনিলে সে কথা;—
প্রাণে পাবে নিদারুন ব্যথা।—

সুকে। বল, হৃদয়েশ! কেমনে হইয়ে নিদয়;—দাসীরে
কহিতে বিশেষ কথা,—বাক্য কেন রোধ, নাথ!

সান্দ্র। (স্বগত)
রে প্রাণ! গোপনে আর কিরে কাজ?
করিয়া প্রকাশ, নিজ বংশ করিবারে ত্রাণ,—
যত্নবান হওরে ত্বরিতে। (প্রকাশ্যে) চন্দ্রাননি!
নিদারুণ—নিদারুণ বাণী।—ত্রিলোচন ছিল
তথা, ক্রোধে মোরে দিলা অভিশাপ; "নিস্ফল
হইয়া মন্ত্র, অচিরে স্ববংশে হইবি নিধন।"

সুকে। কি শুনিনু—কি শুনিনু; ওহো! ফেটে—
গেল হিয়া;—প্রানেশ্বর! কি শুনালে আমায়—
(পতন)

সান্দ্র। একি, প্রাণেশ্বরি!—কি হেতু শোকাচ্ছন্ন হেরি:—
উঠ, উঠ চন্দ্রাননি! তুচ্ছ অভিশাপ বাণী;—
কিবা ভয় তায়? ভার্গব কৃপায়, ত্রিলোক—
বিজয়ী আমি। কোন জন আছে ত্রিসংসারে;—
সম্মুখ সমরে মোরে—বিনাশ করিতে পারে?
উঠ, উঠ কুরঙ্গনয়না! কিছু ভেবোনা;
উশনা স্বহায় আমার। প্রতীকার
করিবারে, চলিনু অন্বেষিতে তারে;—
সহাস্যবদনে, চন্দ্রাননে!—বিদায় দাওলো আমায়।

সুকে। 　(আহ্লাদ সহকারে)
আমিও যাব প্রাণেশ্বর ! বিধিমতে
গুরুরে পূজিয়া ;—লব পতীধনে ভিক্ষা মাগি।—

সান্দ্র। 　কেমনে যাইবে তুমি বল মনোরমা !
যাইতে নিষিদ্ধ আছে গর্ভবতী রমা।

সুকে। 　অন্তর হইলে ক্ষণ, ভাসি দুঃখ নীরে ;
কেমনে ধরিব জীবন তোমা ছাড়া হয়ে ?

সান্দ্র। 　শুভকার্য্যে বাধা কভু দিওনা চন্দ্রাননা,
যাত্রা দোষে রুষ্ট হন, পাছেলো উশনা।

সুকে। 　চলিনু এবে প্রিয়ে ! পূজিতে গুরুরে
ভেবনাকো কিছু ;—
হাসামুখী যেন দেখি পুনঃ আসি ফিরে।
(প্রস্থান।)

সুকে। 　করাল বদনা শ্যামা ভক্ত দুঃখ হরা !
কিঙ্করীরে কৃপাকর, হয়োনা কাতরা॥
শুভদৃষ্টি পাত শুভে ! করিয়া অপাঙ্গে ;
দিতি সুত দলে রক্ষা করগো আতঙ্গে॥
পতী বিনে সতীর আর কে আছে ভুবনে।
পতীধনে ভিক্ষা তেঁই যাচিগো চরণে॥

(গীত গাহিতে গাহিতে ইন্দুমতী ও সুহাসিনীর প্রবেশ।)

গীত।

কি লাগি বিমনা মন কহ সুলোচনা !
কি দুঃখে দুঃখিত হ’য়ে করলো ভাবনা॥

রাহুগ্রস্থ শশী যেন
হেরি কমল বদন
শোকেতে হই মগন, হেরিতে পারিনা।

স্থকে। সখী! হর শাপে বুঝি ধ্বংশ হয় দৈত্যকুল।
ভাবিয়া অন্তরে তাই হয়েছি আকুল॥
অন্বেষিতে গুরু, নাথ! গেছে মোরে ফেলে।
বুঝিতে না পারি, সখী! কি আছে কপালে॥

ইন্দু। শোক ত্যজ বিধুমুখী বিকল হয়োনা।
পূজ দেবীরে সদা, সফল হইবে কামনা॥
দৈতকুল প্রতি গুরু সদা অনুকূল।
অনুকূল হবে প্রভু! হয়োনা আকুল॥

স্থকে। ভাল মন্দ কিছু সখী বুঝিতে না পারি
আকুল অন্তর সদা অমঙ্গল হেরি।

সুহা। অনর্থক শোক নীরে, হয়োনা মগন।
কিঙ্করীর বাক্য ধর স্থির করি মন॥

ইন্দু। সখীসনে উপবনে চললো এখন।
সুমধুর সঙ্গীত শুনি যুড়াবে জীবন॥

(গীত গাহিতে গাহিতে সুকেশিনীকে লইয়া সখীদ্বয়ের প্রস্থান।)

গীত।

চল উপবনে যাই সজনীলো!
শোভা হেরিয়ে করি প্রাণ শীতল।

ডাকে কোকিল, প্রাণ আকুল ;
বহিছে মলয়ানিল প্রাণে যে মরিলো।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

(প্রভাসকূল সমীপস্থ বিপিন)

সান্দ্রের প্রবেশ।

সান্দ্র। আহা—কি রম্য এই স্থান! যুড়াল পরাণ ;—
ভুলিনু যাতনা শোক। হিংসা, দ্বেষ, বিহীন
বিজন ; মৃগগণ বিহরে আনন্দে। মহানন্দে,
পশুরাজ ধেনু সহ করে বিচরণ ; বুঝি এই—
তপোবন ;—মুনিগণ করে বাস। কোন স্থানে
ধূমাচ্ছন্ন পল্লব বিটপী, আসন্দী অটবীর
হেরি স্থানে স্থান, বটী রহে শাখায় বন্ধন ;
অনুমান হয় তাই। সদাই, পক্ষীগণ!
আনন্দে মিলায়ে তান, সুখে করি গান ;—
অমীয় ঢালিছে জীবনে। মুনিগণের
কি আশ্চর্য্য প্রভা ? আমরি ছুটিছে বিভা!—
প্রকৃতি হাসিছে হরষে।

(নেপথ্যে সঙ্গীত ধ্বনী)

গাওরে মন হরি-গুণ-গান, হেলন কভু করোনারে

করিলে উচ্চারণ,শমন যাতন, হ'বেনা ভুগিতেরে।

কে আসে নিভৃত স্থানে ? আসে বুঝি মুনিগণ।
তাই উন্মত্ত পবন, বহে শন্ শন্ ; পক্ষী আদি—
জীব নিরব সকলে। তপোবলের কি—
অদ্ভুত শাসন ? পাছে মুনিগণ, ধ্যানে হয়—
বি-মন ; সযতন করে বুঝি তাই।

(গীত গাহিতে গাহিতে সশিষ্যে শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।)

গীত।

এভব সংসার, নহে কেহকার, নিরাকার সকলিরে—

দার। পরিজন মায়ার শোভন কোন জন নহে কাররে।

তাই বলি মন, ত্যজিয়া বি-মন, সাধন সদা কররে—

জিনিয়ে শমন শান্তি-নিকেতন অনাসে যদি পাবিরে।

প্রণমি চরণে প্রভু !

শুক্রা। এ বিকার কেন দৈত্যমণী ?

সাম্ভ্র। শিরোমণি! কেমনে ভুলিয়া সুতগণে ;
শ্রীচরণ দানে, হয়েছ কাতর, প্রভু !

শুক্রা। দৈতকুল ধন! উদ্ভ্রান্ত চিত্ত হেরি কিসের কারণ ?

সান্দ্র । প্রতারণা—কেন কর, প্রভু ! সর্ব্বজ্ঞ তুমি—
যোগবলে। কোন অপরাধে, অপরাধী—
দিতি সুতগণ ? কি কারণ রুক্ষ দৃষ্টি—
করিছ নিক্ষেপ ? ওহোঃ ! কহিতে সে কথা,
বাড়য়ে দ্বিগুন ব্যথা ; নিষাদ বচনে, ছার
প্রত্যয় মানিয়া মন ; অন্বেষিনে গিয়াছিনু বনে।
মানবী নিশীথে হয়ে—দিবাতে বিটপী, নিরূপমা
কান্তা এক ; বিচরণ করে বনে বন। নিরখি নয়ন,
বিষ্ময় মানিয়া মনে ;—আনিতে ভবনে হইনু
উৎযোগী। ত্রিলোচন ছিল তথা, ক্রোধ বশে
অভিশাপ দিল মোরে ; “নিস্ফল হইয়া মন্ত্র
ত্বরায় স্ববংশে হইবি নিধন”। কি হবে—
এখন, প্রভু ! অপাঙ্গে হের সুতগণে ; নয়—
আতঙ্গে—যায় দৈত্যকুল।

শুক্রা (স্বগত) উঃ ! আমা বলে বলীয়ান হয়ে
দুরাচার ; আমারই করে সর্ব্বনাশ ?
না দেখি নিস্তার আর ; ছলে অভীষ্ট করিয়া—
সাধন, আশ্রিতে আশ্রয় দানি ;—দৈত্যকুল—
দিব ছারখারে। (প্রকাশ্যে) কি সাধ্য আমার
হয় বাক্য করিতে লঙ্ঘন ? দৈত্যকুল ধন !
মৈনাক পর্ব্বতে করিয়া গমন ; পদ্মাসনে
কর আরাধনা ; যদি ঘুচে মনের বেদনা ;—
নতুবা না দেখি উপায়।

সান্দ্র। তব অদেশ মতে, চলিনু মৈনাক পর্ব্বতে ;—
বিরিঞ্চিরে করিতে আরাধনা, যেন পুরে—
মনের বাসনা ; আশীর্ব্বাদ কর দাসে।

(সান্দ্রের প্রস্থান।)

শুক্রা। তথাস্তু।
ধন্য, হরি ! কে পারে বুঝিতে তব লীলা ?
লীলাময় ! লীলা ছলে করিছ সৃজন, লয়
বহুরূপ ধরি। শ্মশান বিহারি ! যোগী—
তত্ব তবগুণে ; নিমগনে থাকি অনশন।
না পারে করিতে বর্ণন ; পদ্মাসন চিন্তিয়া
অন্তরে। মুরারে ! বোধ-গম্য কি আছে
আমার ? বুঝিবারে তব লীলা,—বিচিত্র করম !
বুঝিনু নিশ্চয় এবে, এ ভব সংসার, নহে কিছু আর ;
মায়া খেলা কেবল তোমার। মাগো হেমাবতী—
আদরের নিধি ! বড় দুঃখ ছিল মনে ; তোমা ধনে
না হেরি নয়নে। বিধির বিধানে, এতদিনে
পুরিল মনের সাধ ; পূর্ণ পূর্ণ হ'ল, মা !
তব অভিলাষ। ভক্ত শ্রীনিবাস সনে,—
বিবাহ বন্ধনে বাঁধি, একাসনে হেরিয়ে দোঁহায় ;—
সার্থক করিব জীবন। বাসনা করিতে পূরণ ;
নারায়ণে চলিনু পূজিতে।

প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

(সাধারণ পথ।)

গীত গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ।

গীত।

জয়তি হরি, হৃষীকেশ, রমেশ, জনার্দ্দন।
মার-মদ-হর, ভুবন ধর, তুহি-পা-লকদীন॥
বিক্ষেপ ভঞ্জন, কলুষ তারণ,
দিতি-সুত-দল, দর্প বিনাশন
সনাতন, ভকত রঞ্জন, দেহি দীনে চরণ॥
দামোদর পূজিত দেব
মাধব ত্রিলোক-বি-ভব
ওঁকার রূপ, ত্রিগুণ-দেব, বিপদে কর ত্রাণ॥

নারদ। বাড়য়ে প্রাবৃষে যথা উদ্যান লতিকা,
বিষ্ণুভক্ত জন্মি দৈত্যকুলে, বাড়িয়া তেমতি ;—
পঞ্চবর্ষীয় শিশু হইল কুমার। অনাচারে
সদা রত কবি বিড়ম্বনে, তাই ভাবি মনে ; কেমনে
বৃদ্ধশ্রবা হইবে উদ্ধার ? কিসে হ'বে দনুজ-দলন,
পাতকী মোচন ; নারায়ণ ! এ আবার কোন

লীলা? দেব! বিষ্ণুমন্ত্র দানিনু তাহায়; হায়!
অবহেলা করিল হরষে। ভক্তি বিনে মুক্তি কোথা?
শ্রদ্ধা বিনে গতি। কৃপানিধি! হরি তার হেন
মতি;—পদেমতি রেখহে তোমার।

(নারদের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

(দৃশ্য—স্বর্গপুরী।)

ভক্তি ও শ্রদ্ধা।

ভক্তি। ঠাকুর যা কহিলেন সত্য, ভাই! আমাদের সাহায্য ব্যতিরেকে, জীবগণের মুক্তির সোপানে পদার্পণ করা দুরূহ। অতএব চল. আমরা তাহার সাহায্য আশয়ে অনুগামী হই। তাহা হইলে,তিনি কুহক মায়ার প্রলোভনেপ্রতারিত না হইয়া, সচ্ছন্দে মুক্তি পথের পথিক হইতে পারিবেন।

শ্রদ্ধা। দেখ, আমি প্রথমতঃ তা'রে মায়ার মোহিনী শক্তি ভুজবলে পরাভব করত,ধর্ম্ম বিটপীর জ্ঞান-পল্লব-মুকুল সন্দর্শন করাইয়া, শান্তি বৃক্ষের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনার্থে যত্নবান হইব।

ভক্তি। আমিও সেই সময়ে, মোক্ষ ফলের সন্দৌর্য্য প্রভায়,চিত্ত বিমোহিত করিয়া; নীজ কার্য্য সম্পাদনার্থে অগ্রসর হইব

শ্রদ্ধা। চল তবে,এক্ষণে অন্তরীক্ষে দেব প্রভায়গমন করত,রাজ কুমারের প্রমোদ উদ্যানে উপনীত হইয়া ; সুমধুর সঙ্গীত রবে, ভ্রান্ত মুগ্ধ রাজ কুমারের ভ্রম দূর করিয়া, ছায়া যেমন দর্পণাদিতে প্রবেশ করে, তেম্নি আমরা তাহার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিগে।

ভক্তি। চল তবে।

উভয়ের গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

গীত

হরিচরণ কররে ভজন, হেলন জীব ! করনারে।
ভকতি করিয়ে পূজিলে চরণ, ভব সিন্ধু পার হবিরে।
চরাচর ভব সকলি তাহার
তিনি বিনে গতি নাহিক সংসার
প্রকৃতির পর, ত্রিগুণ ঈশ্বর, পাতক পাপ হারীরে

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রাজান্তঃপুরস্থ উদ্যান।)

(গীত গাহিতে গাহিতে দৈত্যবালকগণ ও বিল্বভানুর প্রবেশ)

আয় ভাই সবে মিলে, ধুলি খেলা খেলি।
দলে দল বেঁধে খেলি, প্রাণে প্রাণ মেলি।

হাতে হাতে মুটা করি
লয়ে তাই আচলা ভরি
ধূলি রাশি ছড়িয়ে দিয়ে, দিব হাতে তালি।

বিল্ব। ওকি, ভাই, ও খেলা ভাল নয়, গায়ে ধূলো লাগ্‌লে মা বড় বকে।

দৈ বা। তবে, কি খেলবি ভাই ? লুকুচুরী, ছোটা ছুট্‌ি খেলবি ?

বিল্ব। না, ভাই! কোন খেলায় প্রবোধ না মানে মন, সদত জীবন—চিন্তা নীরে হইয়া মগন; সেই মুনির বচন, আন্দোলন করে মনে। উঠি তানে তানে, তরঙ্গ ভীষণ; করিছে বিমন তায়। ক্ষুদ্রবুদ্ধি, বুঝি বারে নাহি পারি ভাবিয়া অন্তরে;—এ সংসারে কি করিতে আসে জীবগণ। তবু উচাটন, প্রকৃত অর্থ লভিবারে মন; নির্জনে ভাবিয়ে একা। সখা! তাই যাচি বিদায় এক্ষণে, যাও গৃহে তোমা তিনজনে; সাধনে সদা রত আমি।

বা, সকলে। চল ভাই বাড়ী যাই তবে।

(দৈত্য বালক গণের প্রস্থান)

বিল্বভানু বৃক্ষমূলে উপবেশন।

বিল্ব। (স্বগত)

কি করি উপায় ? ভেবে নাহি পাই অনিবার; আমি কার ?—কা'র তরে এসেছি জগতে ? তাই ভাবি

চিতে, ঘুরিছে মস্তক সদা ;—আমি-কোথা ?
কোথাবা আনন্দ উচ্ছ্বাস ?—

(শূন্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার গীত)

কি সুখে কাটাও কাল　করহ শরণ।
প্রলোভনে ভুলি সদা, মোহিয়া জীবন ॥
কি কাজ সাধিতে এসে
কি কাজে দিন যায় হেসে
এক বার ভাব বসে মিলিয়া নয়ন।
(কি সুখে কাটাও কাল করহ শরণ ॥)

আহা—কি মধুর সঙ্গীত !—কে গায় আকাশ পথে ?
শুনিয়ে সঙ্গীত ধ্বনি, ঘুচিল বিকল প্রাণী ;
মুনি বাণী জাগিল হৃদয়ে।　সত্য কি এ কথা ?

গীত।

আপন আপন আসে, কুহক মায়ার বসে
যারে ভাব নীজ বাসে, করিয়া যতন।
কেবা তুমি,—কেবা কার ? কারে ভাব আপনার
ক্ষন ভঙ্গুর এ সংসার, হইবে পতন ॥
(কি সুখে কাটাও কাল করহ শরণ।)

বিল্ব। আবার একিরে শুনি
নশ্বর জগৎ প্রাণী
পদ্ম পত্রে বারি ধারা অনিলে যেমন।
ক্ষন ভঙ্গুর এ সংসার, তেমতি পতন ॥
কেহ নহে আপনার
মাতা আদি পরিবার
মিছে সব এ সংসার, অলীক স্বপন।
মায়া বশে, আপন আশে, কেবল যতন ॥

গীত।

নশ্বর জীবনে হায়! জরা মৃত্যু ফিরে পায়
কে থকিবে সে সময় আসিলে শমন।
কোথা রবে মাতা পিতা, কে দিবেরে শান্তি সেথা;
এক মাত্র হরি ত্রাতা শান্তির নিদান ॥
(কি সুখে কাটাও কাল করহ শরণ।)

আহা! মধুর সঙ্গীত-স্বর
ছাইয়া প্রাণের পর
জ্ঞান-জ্যোতি হৃদি মাঝে করিল বিস্তার
ঘুচিলরে এতদিনে ভ্রম অন্ধকার।
বুঝিনু রে এ জীবন
তিমিরে সদা মগন
ছায়া বাজী মত প্রায় ইহার খেলন
ক্ষন মাত্র, নহে স্থায়ী, মুদিলে নয়ন।

হরি জীবের প্রাণ
হরি বিনে নাহি ত্রাণ
এক মাত্র হরি নাম সার এ ভুবনে
আসে ভবে জীবগণ মুক্তির কারণে ।
দূর করি ভ্রম জাল,—ওরে অবোধ মন !
হরি নাম প্রাণ ভরে
বলরে মধুর স্বরে
প্রতিধ্বনী চারি ধারে বহিয়া সঘন
সংসার কুহক বহ্নি করুগ নির্ব্বাণ ॥
(গীত গাহিতেং বিল্বভানুর প্রস্থান ।)

গীত ।

হরি পদে রাখ মতি ওরে আমার মন ।
মায়া প্রলোভনে মজি' করোনা হেলন ॥
তরিবারে পরিনাম কেবল মাত্র হরিনাম ।
ভজহরি অবিরাম করিয়ে যতন ॥
ভব ঘোর পারা পার হরি চরণ মাত্র সার ।
হরি নাম কর্ণধার পাতকী তারণ ॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এ চতুবর্গের তত্ব ।
হরি নাম সার মাত্র বেদেরি বচন ॥

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

(গিরি-গুহা।)

সান্দ্র।

সান্দ্র। ওহো ! ষষ্ঠ বৎসর—
অনিলে, অনলে, স্থলে, কভূবা সলিলে।
ষড় ঋতু মতে তপ, করিনু যথাকালে॥
না হল সদয় তবু বিধি দীন জনে।
কি কারণে রুক্ষ এত, কৃপা বিতরণে॥
বুঝিনু নিশ্চয় এবে বাম প্রজাপতি।
নতুবা হইবে কেন, এ হেন দুর্গতি।
হে বিশ্ব পতি !
কোন দোষে অভাগারে ঠেলিয়া চরণে।
দিলে ব্যথা শেল হানি দারুণ পরানে॥
নাহি ক্ষতি তায়, প্রভু ! সব অকাতরে।
ও রাঙ্গা চরণ ধরি যতনে হৃদয়ে॥
মরণ মঙ্গল মম তত্রাচ কখন।
হবনা বিমুখ কভু স্মরিতে চরণ।

(ধ্যানস্থ)

(ব্রহ্মার আবির্ভাব)

ব্রহ্মা। নয়ন উর্ম্মিলি, ভক্ত ! কর দরশন
এসেছে আরাধ্য, ব্যক্ত করহে বাসন

সাম্ব্র । এসেছ কি জগত পতি ব্রহ্ম সনাতন
তরা'তে অধম জনে, দানি শ্রীচরণ
কৃপা যদি, কৃপাময় ! বিতরিলে দীনে ।
সয়ম্ভূ মুরতী তব দেখাও নয়নে ?

ব্রহ্মা । জ্ঞান-চক্ষু প্রদানিনু করি দরশন
পুরাও মনের সাধ, ভক্ত দৈত্য ধন ॥

সাম্ব্র । আহা ! মরি মরি কিবা মুরতী মোহন ।
কোটী সূর্য্য বিনি ভাতি রক্তিমা বরণ ॥
রক্ত বস্ত্র পরিধান, মরাল উপরে ।
সৃজন করিছে জীবে, প্রফুল্ল অন্তরে ॥
মায়ার মোহিনী ছলে করায়ে ভ্রমণ ।
পরীক্ষিতে চিত্ত মর্ত্ত্যে, করিছে প্রেরণ ॥
সুখ দুঃখ চক্র প্রায় করিয়া নির্ম্মাণ ।
ঘুরাইছে অহোরাত্র করিয়া ধারণ ॥
ধন্য হে নিরাকার ব্রহ্ম সনাতন ।
অপার মহিমা তব না যায় বর্ণন ॥
তুমি ব্রহ্ম, তুমি শিব, তুমি জগত্রাত ।
অনাদি অনন্ত অদি জীবের আরাধ্য ॥
হর-সাঁপে জর্জ্জরিত হতেছে জীবন ।
কহ, প্রভু ! কেবা বাদী, কিসে পাব ত্রাণ ॥

ব্রহ্মা । হর-বাক্য অলজ্যন কে করে বিধান ।
উপায় নাহিক ইথে পাইবারে ত্রাণ ॥
জিনি রক্ষ, তিনি ভক্ষ, শুন দৈত্যধন !

হরি বিনে দর্প বল কে করে হনন।

সান্দ্র। রক্ষা কর-রক্ষা কর প্রজাপতি।

কেমনে নিদয় হলে অভাগার প্রতি॥

কৃপাকর, কৃপাময়! হওহে সদয়।

আশ্রিতে আশ্রয় দানি করহে নির্ভয়॥

ব্রহ্মা। অলঙ্ঘন হর বাক্য কে পারে রোধিতে।

হেন বাসনা ভক্ত কেন ধর চিতে?

অন্য বর লতে বাঞ্ছাকর, দৈত্যধন।

অনা'সে এখনি তা করিব পূরণ॥

সান্দ্র। ঐ বর নাদানিলে ত্যাজিব জীবন।

ব্রহ্মা। ভাল, রক্ষিতে জীবন, দিতেছি অভয় অস্ত্র—

করহ গ্রহণ। করিতে হনন যারে হইবে উদ্যত;

পতীত যদ্যপী হয় এই দারুণ কৃপাণ,

নারিবে বধিতে তারে; তার লাগি বংশ—

নাশ হইবে তোমার।

(অন্তর্দ্ধান।)

সান্দ্র। আর কারে করি ভয়? বিধাতা হয়েছে সদয়।

উঃ! এত দুর স্পর্দ্ধা তার,বিনা দোষে বধিবে আমায়?

ভাল দেখা যাবে; কত বল ধরে আজি—

আমার সদনে। এই দারুণ কৃপাণে,

খণ্ড খণ্ড করি শির;—চির শত্রু দানবের—

ঘুচাব জঞ্জাল।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

(অন্তঃপুর।)

সুকেশিনী ও ইন্দুমতী।

সুকে। সখি! নিদ্রা ঘোরে স্বপ্ন কালি করি দরশন;
হইতেছে উচাটন মন। যেন,—প্রাণনাথ হরিনাম
করিতে বারণ সুতে,—করিছে পীড়ন; নিরখি নয়নে
তাহা, বিকট দশন, মুরতী ভীষণ এক করিয়া গর্জ্জন;
বধি নাথে ল'য়ে গেল গগন মাঝারে। হারাইয়া
প্রাণেশ্বরে—কাঁদিলাম কত সখি! অধীর অন্তরে—
ভংসিলাম কত সুতে; মনো দুঃখ্যে সেও ত্যজি
গেল মোরে। হেন কালে, তিমিরে ডুবিল ভুবন;
জীবগণ ত্যজিল জীবন। উঠিনু চমকি, ভাঙ্গিল
ঘুমঘোর;—হেরি নাথ শিহরে আমার।
স্মরি সেই অশুভ স্বপন, এবে হতেছে বিকল
জীবন সদা। হয় যেন মনে,—কি যেন হারাই;
তাই ডরাই, সখি! স্বপ্ন বিবরণ—রাজার বচন—
নাহি দেখি ভেদাভেদ। হরি নামে মাতাইয়া চিত,
অবিরত খেলে শিশু;—মনে মনে ভাবি তাই।—
না মানিবে দোহাই;—নিরখিলে বারেক রাজন।
বিধি বিড়ম্বন;— তা না হলে এরূপ ঘটনা?

চন্দ্রাননা! অসহ্য যন্ত্রনা প্রাণে, শোকানলে ঘেরে চারি ধার; চল যাই কানন মাঝার?

ইন্দু। সখি! কেন হেন মতি হইল রাজার?

স্মকে। বলিলেন হৃদয় রতন! বৈরী নারায়ণ, করিয়াছে পণ; দৈত্যকুল করিতে সংহার। তাই হরিনাম করিতে বারণ, সভাস্থলে গিয়াছে—রাজন! বিকল জীবন;—মগ্ন সদা শোকের পাথারে। হায়রে! না জানি কি আছে কপালে; ভুলাইতে ছলে, চল, সখি! যাই এইবেলা।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

(রাজসভা।)

সান্দ্র শ্বালিম্ব, মন্ত্রি ও সভাসদ্গণ।

সান্দ্র। গুরুর আদেশে, সফল কামনা মোর।
শুন, সচীর প্রবর! শৌরিরাহু দুরাচার—
গ্রাসিবারে দৈত্যরবি, করেছে মানস।
আত্মভূ কৃপায়, বিফল বাসনা জানি;
তবু অনুমানি, দেব লীলা বিচিত্র ঘটন।

ত্রি-দেব নাহি ভেদাভেদ, কায়াভেদে রূপান্তর।
উদ্যত অন্তর ;—বিনাশিতে রিপুসদা। কিন্তু,
কোথা পাব দেখা ? শুনি সুধীমুখে
ভক্ত বৎসল ! ভক্তই জীবন তার ; ভক্ত দুঃখ
না পারে দেখিতে। অবনীতে তার আছে
যত ভক্তগণ, করিতে বন্ধন ; মন্ত্রি !
পাঠাও দৈত্যগণে—শমন সদৃশ শূলে
রাখিবারে শির। দেশ বিদেশ, কিম্বা
গহন কাননে, দুতগণে করহ আদেশ ;
হরিনাম হরিমূর্ত্তি লোপ করিবারে। ক্রোধভরে,
পামর—রক্ষিতে ভক্তের প্রাণ, আসিবে যখন ;
এই চকোর কৃপাণ ;—ভীম বেগে ধাইবে তখনি।
অমনি তা সহ বিকল চিত্ত মোর ; সন্তরিবে
সুখের সাগরে, নতুবা না দেখি উপায়।

মন্ত্রি। রাজন ! উপযুক্ত যুক্তি বটে এই। তব আজ্ঞা—
মতে, চলিনু সেনাপতি পাশে ; দুতগণে—
পাঠাতে ত্বরিতে।

(প্রস্থান)

সান্দ্র। শত্রু নিধন না করি ;—সুস্থির হবেনা চিত।
অধীর সতত, ভাই ! চল, চামুণ্ডার মন্দিরে যাই ;—
কুলের মঙ্গল হেতু, ভক্তি ভরে, চামুণ্ডারে
করিগে পূজন !

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(রাজোদ্যান।)

(বিল্বভানু ধ্যানে নিগমন হইয়া—(সুরে)।

বিল্ব। হৃদ্ বিহারী,—কোথায় হরি!
একবার এস হৃদ্ মন্দিরে।
সচন্দন তুলসী লয়ে,
তোমায় হরি ডাকি কাতরে।
ও রাঙ্গা পদে দিবার তরে,
আকুল হতেছি অন্তরে।
দেখা দাও—দেখা দাও হে;
নিদয় হয়োনা দাসে।
ওহে অনাথের নাথ!
হৃদয় মাঝে একবার এস হরি।

(ইন্দুমতী ও সুকেশিনীর প্রবেশ।)

সুকে। ঐ দেখ, সখি! নি-বাত পাদপোপম স্তব্ধ, অভিপ্রণীত পাবকের ন্যায় দিপ্তী যুক্ত,ফুল্লার বিন্দ বদন,অর্দ্ধ স্তিমিত লোচনে বাছা আমার তরু মূলে একাকী উপবিষ্ট। সখিরে! মহারাজ যদি ঈদৃশ-ব্যাপার দর্শন করে তাহলে বাছাকে কি আর পাব? (ক্রন্দন)

ইন্দু। সখি! তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে, অবোধ বালিকার ন্যায় বৃথা শোকে মগ্ন হচ্ছ কেন? রোদন সম্বরণ পূর্ব্বক গাত্রে হস্ত ক্ষেপণ করিয়া কুমারকে সম্বোধন কর, তৎপরে ইহার বিধান করা যাবে।

সুকে। (গাত্রে হস্তক্ষেপণপূর্ব্বক)

বিল্বভানু—বিল্বভানু—!

বিল্ব। (ধ্যান ভঙ্গ হইয়া সুরে)

ওমা! মা হয়ে কেন পাষাণ হলে।

সাধের হরি সাধনা মোর ভুলাইলে॥

(ওমা—মাগো!)

হৃদয় মাঝে উদয় করি;

বসে ছিল যে দয়াল হরি।

আহা! হেন সুখের কালে;

কেন, মাগো! ব্যাঘাত দিলে

বল্‌না, মা!—মাগো!—

মা হয়ে মার এই কি গো কাজ;

ছেলের মাথায় দিলি বাজ।

সুকে। যাদুমণি!

কেনরে কহ হেন নিদারুণ কথা;

দাওরে হৃদয়ে ব্যথা। আহা! ভানুতাপে

রক্তিমা হয়েছে বদন, শুকায়েছে চাঁদমুখ খানি;—

এসরে যাদুমণি! কোলে করি নিয়ে যাই তোরে—

অন্তঃপুরে।

বিল্ব। স্নেহপূর্ণ ভাষ লয়ে কেন মাগো আর।
বাঁধিয়া মায়ার ফাঁসে
ক্ষণ-ভঙ্গুর সুখ আসে
কণ্টক বেষ্টিত পথে, করাও ভ্রমণ।
ভেবে দেখ একবার সংসার কেমন॥
নিদাঘ মধ্যাহ্নে যথা পথিক সুজন।
দুস্তর প্রান্তরে পড়ি
দূরে তরুবরে হেরি
লভিতে বিরাম ভ্রমে উভরড়ে ধায়।
সেচ্ছায় হতাসে প্রাণ যেমতি হারায়॥
তেমতি সংসার মাগো! মায়াতে খেলায়।
সুপথে আঁধার করি
কুহকে ঘুরায় ফিরি
মুগ্ধ করি মোহ জালে দানি ধন জন।
মানবের তবু হায়! হয়না চেতন॥
কতকাল ভ্রমে পড়ি রবে মাগো আর॥
হেলায়ে সময় যায়
রবিসুত ফিরি চায়
হরিবারে প্রাণ বায়ু তস্কর সমান।
মায়া খেলা কর হেলা ভাবি পরিণাম॥
ভ্রাতা বন্ধু স্বামী সুতা
পিতা পুত্র আদি মাতা
কেহ নহে, জগত্রাতা বিনেগো আপন।

সম্বন্ধ রহিত হবে আসিলে শমন ॥
তাই বলি মিছে কেন মায়ার বন্ধন ?
স্নেহ মায়া পরিহরি
ভব পারে পেতে তরি
ভাব সদা হৃদে হরি করিয়া যতন।
(নেপথ্যে ক্রন্দন ধ্বনী)

নেপথ্যে। "হরিহে! তবপদ পূজি দিবানিশি হেন দুর্গতি—
হইল মোদের। হাকৃষ্ণ—করুণা নিদান!
ভক্তের অপমান ; কেমনে সহিছ প্রাণে।—"

সুকে। চুপ্ চুপ্ ওরে বাছা অন্ধের নয়ন।
পিতা তোর যদি শুনে
রক্ষা নাহি পাবি প্রাণে
ঐ শোন্ বৈষ্ণবগণে করিছে পীড়ন।
রাজার আদেশ মতে যত দূতগণ ॥
নারায়ণ দৈত্য অরি
তাইরে তোরে নিবারি'
হেন নাম আর করিস্‌নিরে উচ্চারণ।
রাখ্‌রে অভাগিনী মায়ের বচন ॥

বিল্ব। একি মা!—একি কথা? যিনি জীবের ত্রাতা
পিতা, শত্রু ভাবিয়াছে তারে?
চল মা! চল অন্তঃপুরে? পিতার সদনে গিয়ে
হরি-ভক্ত-জনে করিতে রক্ষণ ; পদে ধরি গিয়া কই।
হরি দয়াময়,—জগত পালন! দাপদ মন!

তার সনে বাদ সাজে কি পিতার? ভাল নাহি বুঝি মাগো!

সুকে। কেমনে করিবিরে নিবারণ? শুনিলে একথা ঘটিবে প্রলয়; উত্তপ্ত কটাহে তৈল পড়িলে যেমতি।

বিল্ব। মাগো! কি লাগি অধীরা হও? তব আশীর্ব্বাদে, সুধা নাম করিয়ে বর্ষণ; জুড়াব পিতার তাপিত প্রাণ। নেনা মাগো কোলে, হরি বলে, চনা যাই পিতার গোচরে।

সুকে। আয়রে তবে যাদুমণি!

বিল্ব। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(রাজপথ।)

সান্দ্র, শ্বালিম্ব, মন্ত্রি ও সভাসদ্গণ।

মন্ত্রি। মহারাজ! তব আজ্ঞা মতে, অরি বধে সকলি
প্রস্তুত। প্রেরিয়াছি সহ. দূতগণে—
অরি নাম করিবারে লোপ।

(সেনাপতির প্রবেশ।)

সেনা। মহারাজ! বৈরীগণে করিয়া বন্ধন,
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি করেছি পালন। এবে,
কিবা করা প্রয়োজন? দেহ আজ্ঞা দৈত্যকুল ধন।

সান্দ্র। যাও, আদেশে আমার, শূলে রাখি অরি শির
তিমির অন্তর মোর করহ উজ্জ্বল।

সেনা। যে আজ্ঞা।

(সেনাপতির প্রস্থান।)

(নেপথ্যে সঙ্গীত ধ্বনী।)

হরে নামৈব কেবলম্ বল পিতা অনুক্ষণ
মিছে দারা পরিজন, কেহ নহে গো আপন।

সান্দ্র। (কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক)
অহো! অরি গুণ-গান! সহস্র ভুজঙ্গ

আসি করিল দংশন। দেখরে ত্বরিতে
ভাই! কেবা বাদী করেছে আশ্রয়; পুড়িবারে—
মোর কোপানলে।

(শ্বালিম্বের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।)

শ্বালি। দাদা! সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ! বিল্বভানু
বৈরীর স্বহায়। হরিনামে মাতাইয়া চিত;—
আসিতেছে হের ওই? না শুনে বারণ কভু।—

সান্দ্র। ওহো;
হেয় জ্ঞান করি আমি শক্র বলে যারে।
পাষণ্ড সন্তান আমার পূজা করে তারে॥
শুনিয়ে শ্রবণে, ওহো! ক্রোধে জ্বলে মরি।
হৃদে রোষ বশে জ্বলে অগ্নি সহিতে না পারি।
কি করি—কি করি; ভাইরে! এতদিন।—
করিয়ে গোপন; হেন শক্র রেখেছ আগারে?

(গীত গাহিতে গাহিতে বিল্বভানুর প্রবেশ।)

বিল্ব। গীত।

মিছে মায়া ভ্রম ছায়া, অনিত্য অসার কায়া।
পাবে যদি শান্তি ছায়া, হয়োনা তবে বিমন॥

সান্দ্র। (সস্নেহে) বাবা! বাবা! বিল্ব ভানু আমার,—
ভুলে যাও হেন কথা; বড় ব্যথা পাই হেন নামে।
স্নেহের রতন যেরে তুই;—অভাগার সম্বল;
অটল রাখিয়ে পিতার বচন; যুড়ারে তাপিত প্রাণ।

বিল্ব। (সুরে)—একি কথা বল পিতা
বড় ব্যথা দিলে প্রাণে।
মুক্তি কোথা শান্তি দাতা,
হরি বিনে এ জীবনে।
ভ্রমকূপে পাপের স্রোতে,
ভাসিছ পিতা দিবারেতে।
ভেবে দেখ নশ্বর চিতে,
কে রাখিবে এ দারুণে।
হরি অগতির গতি,
হরি বিনে কি আছে গতি,
যদি মুক্তি পাবে শান্তি—
সঁপ মন হরিচরণে

সান্দ্র। (রোষবশে) দূরহ পাপীষ্ঠ সন্তান—(দূরে নিক্ষেপ)
অরি গুণ গান! না শুনিয়া মোর কথা ;—
অকাতরে লাগিলি কহিতে?

বিল্ব। বিপরীত কেন ভাব, পিতা? সৃজন লয় হয়
কটাক্ষে যাহার ; তার সনে বাদ সাজেকি—
তোমার? দর্পহারী হরি—ভবের কাণ্ডারি!
পদেধরি,—হওনাহে হরি অরি ; রোষ তরি
ভাষাওনা রৌরব সাগরে। হরি দয়াময়!
কাহার শত্রু নয় ; কৃপাময়! ভক্তের কিঙ্কর।
পূজ তার চরণ যুগল ভক্তি ভরা চিতে, নতুবা ত্বরিতে;—
পিতো! ঘটিবে বিষম, শুভ না হইবে কভু।

সান্দ্র। আবার—আবার ওহো! সেই বজ্রসম অরি
গুণ গান। অসহ্য পরাণ; না পারি সহিতে
আর। কুলাঙ্গার! জানিনু নিশ্চয়; পুত্র নয়
শত্রু তুই। নাশিতে দৈত্য কূল আবির্ভূত
হয়েছিস আলয়ে আমার। কিবা কাজ শত্রু
রাখি গৃহে? বধিয়ে জীবন আয় এই দারুণ কৃপাণে;
তৃপ্ত করি হৃদিস্থল—ঘুচাইরে দারুণ যন্ত্রণা।—

মন্ত্রি। (গতি রোধ করিয়া)
কি কর—কি কর—মহারাজ!

সান্দ্র। কিবা ফল শত্রু রাখি গৃহে? ভ্রাতা জ্ঞাতি
আত্মীয় স্বজনে, ছার সন্তান লাগি—দিতে
হবে বিসর্জ্জন। তা কখনই না—কখনই না;
থাকিতে বিন্দু মাত্র শোণিত হৃদয়ে, কৈরব বধে—
হবনা বিমুখ কভু—

বিল্ব। পিতো। ত্যজ রোষ—ক্ষম দোষ; সুবিচারে
পণ্ডিত প্রধান তুমি, ত্রিলোক পূজিত। জ্ঞান-চক্ষু
করি উন্মিলীত, করহ বিচার; হেন অনাচার
কোন অপরাধে? কি সাধে এ হেন সাধ,
ত্যজহ বিষাদ; হেন বাদ কেন মনে।
চিনে লও নিত্য-ধনে, মায়া বিড়ম্বনে, মোহে—
মুগ্ধ কেন মন? বুঝহ, রাজন! জীবের দুর্গতি হেরি।
কিসে এত অহঙ্কারী?— বুঝিতে না পারি;
সংসারী সদত জীবন। কার তরে এত আকিঞ্চন?

অলীক সুখের স্বপন, বুঝেও বোঝনা প্রলোভন ;
ত্যজি হেন আস্বাদন, পিতো ! হরি নাম কর মনে।
এ জীবনে নশ্বর সকলি, কেবল মাত্র আজ কালি ;
মৃত্যু ফিরে পায় পায়, গ্রাসিতে জীবন ; হায় !
স্বেচ্ছায় করিলে হেলন, কোথায় পাইবে নিস্তার ?
যাহা দেখ চারিধার, সকলি আঁধার ; মায়ার আগার
অনিত্য সংসারে। কেবা তুমি—কেবা কার ?
হরি পদ সার এক মাত্র এ সংসারে। ভব পারাপারে,
তিনি কর্ণধার, জীবে করে পার ; অপার জলধি জলে।
অকূলে করে কূল দান ; তাই, ধীমান ! নিবেদিছে
সুত পদে। শ্রীপদে তাঁর রাখ মতি ; এ বিপত্তি
ত্যজহ অন্তরে।

সান্দ্র। সহেনা, সহেনা আর ;—বজ্র সম গভীর গর্জ্জন।
বিফল জীবন, তিষ্টিতে না পারি ; যাও, ভাই !
ত্বরা করি দুরাত্মারে দক্ষিণ মসানে লয়ে। আহ্বানি
ঘাতুক গণে, ছিন্ন করি মায়া ডোর ; খণ্ড খণ্ড করি
অসিঘাতে, রাখি বসুধা শিরে ; যুড়ারে যন্ত্রণা অপার।

শ্বালি। তব আদেশ মতে, সাধিতে অসাধ্য কাজ, চলিলাম এবে।

(বিল্বভানুকে লইয়া শ্বালিশ্বের প্রস্থান।)

নেপথ্যে। মহারাজ ! পরিহর রোষ, ক্ষম দোষ ;
পুত্র ধনে ভিক্ষা দেহ মোরে।

সান্দ্র। ওহো ! উন্মাদিনী বেশে, ওই বুঝি আসিছে
ছুটিয়ে রাণী।—কি করি—কি করি ; কেমনে

বুঝাই; হায়—হায়! ঘটিল প্রমাদ।
মন্ত্রিবর!—মন্ত্রিবর!—বুঝায়ে রাণীরে
লয়ে যাও অন্তঃপুরে; ক্রন্দন স্বর না পারি
সহিতে আর। মজিল এবার; বিপদে বিপদ
বুঝি হল উপস্থিত। (বেগে সাম্ভের প্রস্থান)

(বেগে সুকেশিনীর প্রবেশ।)

সুকে। কোথা যাও—কোথা যাও; মহারাজ!—
শিরে বাজ দানিয়ে দাসীরে।
কোন প্রাণে,—বক্ষের ধনে; নাশিতে হয়েছ
উদ্যত। রে বিধাত! কি সাধে সাধিলি বাদ
করি শূন্য ক্রোড়! ওহো! কি পাষাণী আমি;
তেঁই, নির্ঘাত বজ্রাঘাতে এখনো জীবিত?
বাপ্‌রে—হৃদয়ের ধন!— (পতন)

মন্ত্রি। উঠ, উঠ গো—দনুজ ঈশ্বরী! শান্ত কর মন;
কি লাগি শোক-নীরে হতেছ মগন?
হরি নাম করিতে বারণ। দেখাইছে ভয়;
তাও কি হয়; কে আছে এমন পাষাণ, আপন
নন্দনে মা করিবে হনন।

সুকে। এ জীবনে ডাকিবারে, তুষিবারে, কেহ নাহি
যে গো আর। কি করি—কি করি; ভয়ানলে
সদা মরি, হরি! হরি! মিনতি করি;
সুমতি দানিয়ে পতিরে, ভক্ত প্রাণ রক্ষহ দীনেশ!—

মন্ত্রি। শান্ত করিয়ে পরাণী, অন্তঃপুরে যাও রাজরাণী।

সুকে।　ওগো!—তিলেক হইলে অন্তর; প্রলয় জ্ঞান হয়।
এবে, কোন প্রাণে;—বলগো নিশ্চিন্ত রহিব গৃহে?
মন্ত্রি—মন্ত্রি! মিনতি করি; নিয়ে চল রাজ সাথে।
পদে ধরি বুঝাইয়ে আমি, মাগি পুত্র ধনে,
তাপিত পরাণে;—বারেক রাখিয়ে শীতল করি।

মন্ত্রি।　মাগো! কোথা যাবে সেথা? পাবে ব্যাথা
দ্বিগুণ রাজন। শান্ত করি মন; গৃহে কর গো গমন।
চলিনু রাজ-পাশে;—পুত্র ধনে তব শীঘ্র দিবগো আনিয়া

সুকে।　রেখ, মন্ত্রি! দুঃখিনীর বাণী

মন্ত্রি।　অন্যথা না হবে, মাতঃ!

(মন্ত্রির প্রস্থান।)

সুকে।　হে দীন তারণ! দীনার দুঃখ হরহে এ ঘোর সঙ্কটে।
মিনতি দাসীর; যেন স্থান পায় চরণ কমলে।

(সুকেশিনীর প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মশান।)

বিল্বভানুকে বন্ধন করিয়া ঘাতুক গণ ও খালিম্বের প্রবেশ।

বিল্ব।　ওগো! প্রাণ গেল—প্রাণ গেল; ত্বরায় খুলে
দাও বন্ধন আমার।

শ্বালি। বল্, অরিনাম পুনঃ করিবনা উচ্চারণ ?

বিল্ব। নশ্বর জীবনে, সকলি নশ্বর
একমাত্র হরি নাম সার
হরি অধম তারণ জীবের জীবন
মুক্তির সোপান
আহা! হেন সুধা নাম করিতে হেলন।
নারিব ভুলিতে কভু, থাকিতে জীবন॥

শ্বালি। ঘাতুক গণ! কি হেতু কর সময় ক্ষেপণ ?
খণ্ড খণ্ড করি শত্রু শির, কুলের কণ্টক করি দূর ;
রাজাজ্ঞা কররে পালন।

বিল্ব। খুল্লতাত! চলিনু জন্মের মত, তবে নাহি করি অভিলাষ। রাখি দাসের ভাষ; শ্রীনিবাসে দেহ ডাকিতে ক্ষণেক।

শ্বালি। ভাল, ইষ্ট নাম কররে শরণ তোর।

বিল্ব। (স্বরে)—

কোথা' হরি আমার সাধের হরি
বিপদে পড়িয়ে ডাকি দেহ দাসে পদতরি।
তুমি বিনে এ অধমের,
কে আছে বল জীবণে।
(একবার দেখা দাও হে) ;—
দীন হীন অভাজন বলি ;
থেকোনা হে অবহেলি।

চলিনু জনমের মত।
মন সাধ মনে হ'ল হে হত।
(আর হরি বোলে ডাকিতে পাব না হে)
চরম কালে, তাই করি মিনতি,
শুন ওহে জগৎ পতি।
সেই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা বেশে,
দাড়াও একবার হৃদয়াকাশে।
মন তুলসী নয়ন বারি ;
দিয়ে পূজি ঐ চরণ তরী
(জনমের মত ওহে হরি)

অন্তরীক্ষে শ্রীকৃষ্ণ (সুরে)
কি ভয়ে ভীত হয়ে
কাঁদ বাপ্ অঝোর্ ঝরে।
তোরে ছেড়ে থাক্‌তে নারি ;
কার সাধ্য বধে তোমারি।
(আর কেঁদনা—কেঁদনারে ;)—
এদশা তোর দেখতে নারি ;
সম্বররে নয়ন বারি।
ভক্ত দুঃখ দেখ্‌লে পরে ;
প্রাণ মোর যায় বিদরে।

শালি। (ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক)
কি আশ্চর্য্য ব্যাপার—দেখহে নয়নে সবে। কে যেন

ত্বরিতে, কাঁদিতে—কাঁদিতে ; গগণ পথে আসেরে ওই ?
অনুমানি মনে, দানবের চিরশত্রু, রক্ষিতে সাপক্ষের
প্রাণ ; ভীমবেগে আসে বুঝি ছুটি।
(আহ্লাদ সহকারে) হা, হা, হা ! শক্ররে হেরিয়ে
নয়নে আজি ;—আনন্দ সলিলে মগ্ন হইল পরাণ।
সহস্তে ছেদি শির এই দারুণ কৃপাণে ; দারুণ
ভ্রাতার শোক করি তিরোহিত ; নীজ বংশ
করিব রে ত্রাণ। সাবধান—সাবধান—হওরে সকলে।
(তিরোহিতে) একি—একি !—পালাল কোথায় ?
বিষম মায়াবী বেটা বুঝিনু নিশ্চয়।
(উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) ওকি—ওকি—শূন্যপথে ?
কৃষ্ণবর্ণ যুবা এক ভীষণ মূরতী ; পর্ব্বত উড়ায়ে আনে।
ওহো ! ক্রমে ক্রমে ছাইল আঁধার, আঁধার
আঁধার—হেরি চারিধার ; ভীষণ চক্র যেন
ঘুরিছে পশ্চাতে। কেরে—কেরে তুই ;—
আঁধারে ছাইলি ভুবন ? এত অহঙ্কার তোর ;
শমনের ভ্রাতা আমি, জানিস্ নাকো মনে ;
লইবারে অপমানের প্রতিশোধ, চ:কার কৃপাণ
ধাইছে সদত ; পিয়িতে রুধির তোর—দেখরে পামর !

১ম ঘাতু। একিরে ভাই ! কই কোথায়ত কিছু নাই ;
ছোট রাজা ক্ষেপে উট্‌লো নাকি ?

২য় ঘাতু। চুপ্ চুপ্।

শ্বালি। সভয়ে) আবার—আবার—একি ভীষণ ছায়া ?

শমনের কায়া মত আকাশ উপরি ?
ওহো ! আতঙ্গেতে মরি ; শেল দণ্ড হাতে করি
ভীম বেগে আসে ছুটি। কোথা যাই—কোথা যাই ;
পথ নাহি পাই ; ভীষণ চক্রে যেন কে করিছে আবদ্ধ।
মারিল মস্তকে বুঝি ; মেরোনা—মেরোনা—মেরোনা—

(বিরাট মূর্ত্তির আবির্ভাব ও শ্বালিম্বের মৃত্যু।)

ঘাতুকগণ। বাপ্‌রে—বাপ্‌রে—মলেমরে—মলেমরে—

(বেগে প্রস্থান।)

(সাম্রু ও মন্ত্রির প্রবেশ বিরাট মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধ্যান।)

সাম্রু। মন্ত্রি ! হের, হের—কি সর্ব্বনাশ !! ভ্রাতা নাশ—
ভুষ্টের সমরে ? ওহো ! শোকানলে জ্বলে হিয়ে ;—
ভাইরে !—সুখের আকর ! কি লাগি অধর ;—
বিবর্ণ করি নিরীক্ষণ। অভাগা জীবন ! এ শয়ন
সাজে কিরে তোর।—রাজ্যেশ্বর যেরে তুই ?
তো বিনে আঁধার সংসার,—হাহাকার করে প্রজাগনে ;
এ জীবনে ততোধিক বাড়য়ে যন্ত্রনা। কি হেতু বিমনা ?
রহেছ অসাড়ে পড়ি। এ দৃশ্য হেরি, ধৈরজ ধরিতে
না পারি ; শূন্য—শূন্যময় হেরি চারি ধার। ভাইরে—
কুলের ভাস্কর ! কোথা গেলি—আঁধারি প্রদেশ—

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

মন্ত্রি। কে আছরে হেথায় ? ত্বরায় লয়ে এস বারি ;
মহারাজ হয়েছেন মূর্চ্ছিত।

(বারি লইয়া ছয়জন রক্ষকের প্রবেশ)

লহ বারি মন্ত্রি মহাশয়।

(মন্ত্রিকে বারি প্রদান ও মন্ত্রি কর্তৃক রাজাকে শুশ্রূষা করণ।)

বিল্ব। হরি—হরি!—হরি বিপদ কাণ্ডারী! এ বিপদে কর ত্রাণ; জীবন দান দানিয়ে পিতারে। পিতা! কও কথা; মর্ম্মে ব্যাথা দিওনা দাসেরে। অভাগারে দেহ শ্রীচরণ; জীবন নিদান তুমি,—সুখের ভাস্কর! তোমা বিনা শূন্য এ সংসার; অভাগার লঙ্ঘিয়া বচন; দারুণ যাতন সহিছ হৃদয়ে। হরি বিনে জীবের নাই গতি, সম্পত্তি দারা আদি সকলি অসার; এক মাত্র— হরি নাম সার। হরিই জীবন, হরিই তারণ, হেলন কি হেতু কর; সুধা নাম পিও অনিবার; দুঃখভার— ঘুচিবে অচিরে। শ্রবণ বিবরে, ভক্তি ভরে,— সুধা নাম করিলে বর্ষণ, পাইবে জীবন পুনঃ। দাসের বচন, হৃদয়ে ধারণ কর, পিতা! অন্যথা কভু না হইবে। পড়িয়ে বিপদে—স্মরিলে শ্রীপদ, দূরে যায় আপদ বিপদ; মোক্ষ পদ দেয় তারে।

সান্দ্র। (চেতন প্রাপ্ত হইয়া) আরে রে কুলের কণ্টক! এ শঙ্কট তোরি কারণে; ভ্রাতা ধনে দিনু বিসর্জ্জন। শোকানলে, ওহো! জ্বলিছে জীবন; আগে বধিয়ে জীবন তোর এই কৃপাণে, পরে, ছেদি ভ্রাতৃ ঘাতী- অরি শির, অরি নাম ভীষণ গর্জ্জন ত্রিভুবন হতে করি দূর; আয় শোকানল করিরে নির্ব্বাণ।

(বেগে উত্থান ও পতন।)

মন্ত্রি। থাকিলে হেথায়, পাবে ব্যাথা দ্বিগুণ রাজন। তোমরা
দুই জনে, নিয়ে যাও মহারাজে বিশ্রাম ভবনে।
তোমরা দুই জনে, দুষ্টে কঠিন নিগড়ে বাঁধি—রোধ
গিয়া কারাগারে। ছোট রাজের শব দেহ লয়ে—
এস তোমা দুই জনে সহিত আমার।

(বিল্বভানু ও দুই জন দুত ব্যতিরেকে সকলের প্রস্থান)

১ম দুত। রাজার ছেলে হয়ে এ মত লব কেন? খাবে, দাবে
ঘোড়ায় চড়বে, কালী, কালী বল্‌বে, তবেত রাজা
ভাল বাস্‌বে? রাজা কর্ব্বে। তা না হলে হরি বল্লেই—
মর্ব্বে। ভাল চাওতো হরি ভোল, তা নইলে শ্রীঘরে চল।

২য় দুত। চুপ্ কর্‌রে, শালা! নইলে ছেড়ে দিয়ে পালা;
একি তেম্নি ছেলে, দেখতে পেলিনি; ছোট রাজাকে
মেরে ফেল্লে। তুতিয়ে পাতিয়ে রাজার চাকরি,
রজায় রথি আয়। তা নইলে কেন যাবি যমালয়?

১ম দুত। (হস্ত ধারণ করিয়া) রাজ পুত্তুর! আমাদের কোন
দোষ নেই মন্ত্রির আজ্ঞায় এ কার্য্যে হাত দিচ্ছি।
(হস্ত বন্ধন করণ)

বিল্ব। উঃ গেলেম—মলেম।

১ম দুত। হয়েছে; চল দেখি এবার বাপের সুপুত্রের মত।

(বিল্বভানুকে লইয়া দুত গণের গমনান্তর।)

বিল্ব ভানুর গীত।

বিপদে শ্রীপদে এবার, রক্ষ দানি পদতরী।
নতুবা হে প্রাণে মরি, দারুণ পীড়নে হরি॥

বাঁধিয়ে কঠিন নিগড়ে
নিয়ে যায় কারাগারে
আকুল হ'তেছি ডরে, ওহে দীন দুঃখহারী।
পড়িয়ে ঘোর বিপাকে
যে জন, হরি বলে ডাকে
তার তা'রে বিপাকে, তার দাসে এবে মুরারী।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য

(রাজসভা)

সান্দ্র ও মন্ত্রি

সান্দ্র। মন্ত্রিবর! সদত অন্তর; ভীম বেগে জ্বলে অনিবার—চিন্ত সদুপায়; কি উপায়ে অরি নাম লোপ করি—দারুণ ভ্রাতার শোক করি তিরোহিত।

মন্ত্রি। ত্যজ ক্ষুণ্ণ মতি, দৈত্য কুল নিধি! বিকল কি হেতু এত? পুনঃ বধিতে কুমারে, সেনাপতি সহ সৈন্য গণে করুণ প্রেরণ; হনন এখনি হইবে তুষ্ট।

(বেগে জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। রক্ষাকর—রক্ষাকর—রক্ষাকর, মহারাজ !

সান্দ্র। ভীত কেন হেরি দ্বারবান ?

দূত। কারাগার করি ছার খার, রাজপুত্র ল'য়ে প্রজাগণে ; আনন্দিত মনে ; গাহিতেছে অরি-গুণ গান। শুনি সে নাম, মৃত বৈষ্ণবগণ ; পাইয়া জীবন—ভ্রমিতেছে মশান মাঝারে। গতি রোধে, সেনাপতি সহ সৈন্য গণ হয়েছে হনন।

নেপথ্যে (সংকীর্ত্তন)

হৃদয় মাঝে এস হরি শ্রীমধুসূদন
(ওহে) দীন হীন জন আশা, পুরাও জনার্দ্দন।
(একবার হৃদে উদয় হয়েহে);—

দূত। ঐশুন, ঐশুন, মহারাজ ! গভীর নিনাদ।

সান্দ্র। ওহো ! অরি নাম ভীষন কোলাহলে, প্রাণে জ্বলে দ্বিগুন যন্ত্রনা। কি করি—কি করি উপায় ; হায় হায় ! গেল—গেল—সব।

(নেপথ্যে সংকীর্ত্তন) মোরা বিষম পাপ গ্রস্থ হয়েছি এখন
(পাপ দূর কর করহে) ;—

সান্দ্র। পুনঃ পুনঃ সেই গভীর গর্জ্জন ? বিকল জীবন ; তিষ্টিতে না পারি, কর্ণেলাগি তালি ; ওহো ! না পারি সহিতে আর ; দুর্নিবার বজ্র সম তীক্ষ্ণ হুহুঙ্কারে। কিসে প'াব পরিত্রাণ ; ঘুচে যাবে দারুণ যন্ত্রনা। কি হবে—কিহবে ; না পারি করিতে স্থির।

(নেপথ্যে সংকীর্ত্তন) তোমা বিনে দীন জনের আছে কোন জন

(তাই ডাকি কাতরে হে ;)—
শমন দমন কাল বরণ পতিত পাবন।
ও রাঙ্গা চরণ প্রদানিয়ে পুবাও বাসন ॥
(নিদয় হওনা হওনাহে।)

সান্দ্র। আবার—আবার—সেই অরি-গুন গান। ওহো!
তীক্ষ্ণ সূচীপ্রায়; ভীমবেগে ফোটে গায় ; সহিতে—
না পারি, কি করি-কি করি ; একি ? যে দিকে ফিরি
সব দেখি হরি! হরিময়—হরিময়! হরিময়—
জগতের রোল। নভোস্থল গায় সয়ে ওই ; উচ্চকণ্ঠে
মিলাইয়া তান। ওহো! জ্বলে গেল—জ্বলে গেল প্রাণ ;
হেরিতে না পারি ;—শূলপ্রায় বিন্ধিছে নয়নে।
শ্রবণ হইল বধির। মন্ত্রি! মন্ত্রি! লয়ে তরবারি,
ঘুচায়ে শত্রু দাপ—তীব্র হুহুঁঙ্কার ; যন্ত্রনা কররে শেষ।
পশ্চাতে যাইতেছি আমি।— (প্রস্থান)

মন্ত্রি। প্রভূ আজ্ঞা, শিরোধার্য্য দাসে।
চল দ্রুত! অরি নাম করিবারে লোপ।

(মন্ত্রির প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

(শ্মশান ।)

সান্দ্রের প্রবেশ ।

সান্দ্র । বিজয়ী দানব ভূমি,—ওহো ! বিষাদ তমসে
ছিল যাহা সুখ—স্রোতে, ভাসিয়া সদত ; উত্তেজিত—
দানব দল যাহার প্রসাদে, হায়রে বীর প্রসূ—
বীরের জননী ! বীর শূন্য হল এবে ; হায়রে অদৃষ্ট !
লোলিত ত্রিদিব পূরী যাদের বিক্রমে, বধিতে জীবন
হায় ! সামান্য বালকে, শোণিত কর্দ্দমে সিক্ত
হয়ে মহাকায় ; বিতুরিছে রণ শান্তি পড়িয়া ভূতলে ।
হায় কি দারুণ আশা পশিলরে হৃদে !
কাল সম রাহু ধেয়ে, গ্রাসি দৈত্য রবি, আচ্ছন্ন
করিল সব দুঃখের আঁধারে । শুধাইতে কেহ নাহি—
কেহ নাহি আর ; এক মাত্র অভাগার আছেরে জীবন ।
শোকের স্রোতে ভাসিতে কেবল । দেখিয়া শুনিয়া
ওরে কঠিন পরাণ ! এখনও রহেছ দেহে ?
দূর হয়েযা—দূর হয়েযা ;—না পারি সহিতে আর ।
ওহো ! বিষম যন্ত্রনা ! হারাইয়া ভ্রাতা জ্ঞাতি—
আত্মীয় সকলে ।

নেপথ্যে হরিবোল—হরিবোল—হরি বোল—

সান্দ্র। ওহো! ঐ সেই ভৈরব গর্জ্জন! ব্যতিব্যস্ত মন;
রে জীবন! মগ্ন কেন শোকের পাথারে।
কাঁপায়ে হুঙ্কারি জগত, ধর অসি খরশান; মাতাও
পরাণ; ঘুচায়ে শক্র দাপ তীব্র হুহুঙ্কার;
যন্ত্রনা কররে শেষ।

(বিল্বভানুর প্রবেশ)

বিল্ব। পিতা! শুন অভাগার কথা, হরি জগত্রাত, করহ পূজন।
আর কেন হওহে বি-মন; শশ্মান করিতে হায়!
কনক নগরী। ওহো! শোকা নলে মরি; দেখিতে
না পারি আর আত্মীয় বিনাশ।

সান্দ্র। আত্ম বিসর্জ্জন, কিম্বা শক্র নিধন; মূল মন্ত্র করেছি—
সাধন। রে দুরাত্মন! তোর সনে কি সম্বন্ধ আমার?
কে রাখে এখন তোরে; দেখিব পামর! বধিয়ে—
জীবন তোর এই দারুণ কৃপাণে, আয় পাশরি—
শোক, তাপ আত্মীয় গণের।

বিল্ব। হরি রক্ষা কর—হরি রক্ষা কর— (বেগে প্রস্থান)

সান্দ্র। পলাইয়া কোথা পাবি পরিত্রাণ? বধিতে জীবন্;
ধাইছে কৃতান্ত তোর দেখ্‌রে পশ্চাতে—

(বেগে প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

দৃশ্য—মশানের এক প্রান্তভাগ।

বেগে সান্দ্রের প্রবেশ ও সহসা বন মধ্যে অগ্নি উত্থিত

সান্দ্র। একি—একি! দাবানল সম্মুখে আমার? ওহো!
ক্রমে ক্রমে ছেয়ে গেল চরি ধার।—কোথা যাই—
কোথা যাই;—পথ নাহি পাই;—দশদিক বেষ্টিত
পাবকে। উত্তাপে, পুড়ে মলেম—পুড়ে মলেম;—
পুড়ে মলেম—(পতন)
(চেতন প্রাপ্ত হইয়া)
নির্ব্বাণ-নির্ব্বাণ-নির্ব্বাণ-চারিধার।—একিরে আবার!
ধূমাকারে পুরিল চৌদিক? কিছু দেখিতে না পাই;
হায়! হায়! তমোময় সকলি নয়নে। একিরে—
একিরে এখানে? ভীমা-ঘোরা-চতুর্ভুজা-বিকট দশনা!-
বিবসনা!—মুণ্ডমালা গলে,—মুখে করি রক্ত পান;
নাশিছে সঙ্গিনী সনে।—
মাগো—চামুণ্ডে চণ্ডী দৈত্য কুলেশ্বরী!
কেন, মা! ছলিছ দাসে, ভীমা রূপ ধরি॥
রক্ষা কর—রক্ষা কর—জগৎ তারিণী!
রাখিতে চরণে সুতে, হয়োনা পাষাণী॥
একি! কোথা গেল জগত তারিণী?

(অন্তরীক্ষে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) ওকিরে—ওকিরে—শূন্য পথে ?
জ্যোতির্ম্ময়ী কায়া ! ছায়া প্রায় রহিয়া দাঁড়ায়ে, কহিছে
গম্ভীর স্বরে ; আরেরে দৈত্যকুল-ধন ! আমিরে শমন
তোর এসেছি লইতে। ওহো ! কি বিভীষিকা—
কি বিভীষিকা – রুদ্ররূপ সংহার মূরতী ! ত্রিশূল
ধরিয়ে করে ;—মারিল—মারিল বক্ষে, মেরোনা—
মেরোনা ;—ওহো ! কোথা যাই—কোথা যাই ;—
কোথা গেলে নিস্তার পাই ; যাই—যাই—এই পথে।—
(গমনোদ্যত)
একিরে—একিরে সম্মুখে ? কণ্টক বেষ্টিত বেড়া, ওহো !
বেঁধে গেল কায়া ; শকতি নাই নড়িতে চড়িতে।
কি করি—কি করি ; ওহো ! ভয়ানলে মরি ;—
একি,—একি,—কে—এ ? পর্ব্বত সমান কায়া—
আসিছে ছুটীয়ে। কে-রে—কে-রে তুই ?—ওহো !
বটে-বটে-সেই ভীম দেহ ধারী।—রে ভ্রাতৃঘাতী অরি !
কোথা গেলে আর পাইবি নিস্তার ? যদিও দেহ বন্ধন
কণ্টকে ; এ শঙ্কটে তবু নাহি পাবি পরিত্রাণ। দেখরে
দুরাত্মন ! ধাইছে কৃতান্ত তোর দেখরে সম্মুখে ॥
(বিরাট মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া অসি নিক্ষেপ।)
ওহো ! ব্যর্থ হল—ব্যর্থ হল ; নাহিক নিস্তার আর।
(বিরাট মুর্ত্তির আবির্ভাব ও অসিগ্রহণ করিয়া বধিতে উৎযোগ)
অসহায়—অসহায়—করোনা সংহার ;—
দীন জনে দেহ প্রা-ণ-(পতন ও মৃত্যু)

সহসা ঝড় বৃষ্টি, উল্কাপাত ও জীবগণের হাহাকার ধ্বনি।

(সভয়ে বিল্বভানুর প্রবেশ।)

গীত।

সম্বর ক্রোধ শ্রীধর লোলিত ভু-ধর
অকালে কেন প্রলয় কর প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
চারি দিকে জীবগণ
কাতরে করে রোদন
কাঁদিছে তাহেরি' প্রাণ, সদা অধীর ॥
অনাদি তুমি অনন্ত
অ-জিত সার ভূতাত্ম
ভক্তায়ত্ত রূপে ভেদ, মাহাত্ম অপার ॥
ককারে সৃজি' একার
ধরিলেহে ব্রহ্মা'কার
রাখিবারে ক্ষিতি ধর আকার আকার ॥
অকার আকার ধরি'
রক্ষ জীবে, ওহে হরি
বিতরিয়ে কৃপাবারি অশেষ প্রকার ॥
উকারে হয়ে গিরীশ
প্রলয় করিছ শ্রীশ
তব লীলা হে রমেশ—বুঝে সাধ্য কার ॥

অধম পাতক আমি
তব মহিমা কি জানি
শুন ওহে জগত স্বামী, ত্যজি' ভীমাকার।

(বিরাট মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান ও বিষ্ণুর গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

আয়রে বাপ্ কোলে আয়, আয় ভক্তমণি
কোলে রাখিয়ে তোরে, যুড়াই তাপিত প্রাণী।
যে মোরে ডাকে কাতরে
থাকি বাঁধা তা'র দ্বারে
তা'রে ছেড়ে ক্ষণ তরে থাকিনা যাদুমণি।

শান্ত মুর্ত্তি ধরিলাম তোমার বচনে।
তব তুল্য নাহি দেখি ভক্ত প্রধানে॥
মহা ভক্ত হও তুমি আমার শরীর।
পিতার মরণে কভু হওনা অধীর॥
মনোমত বর মাগি লহ ভক্ত ধন
যা যাচিবে এখনি তা করিব প্রদান॥

বিল্ব। অভয় পদ দাসে, যদি দিলে চক্রপাণি
জগতের সকল বস্তু তুচ্ছ আমি গণি॥
এই বর দেহ, প্রভু! কমল লোচন
পাই যেন দেখিতে সদা ও রাঙ্গা চরণ॥

বিষ্ণু। বাসনা পুরিবে ভক্ত! হবেনা অন্যথা

মুদিলে নয়ন দেখা পাইবে সর্ব্বদা।
ভূভার বহন করি নিজ ধর্ম্ম বলে
অবোধ জীবের তমঃ নাশ কুতূহলে
দেব দুঃখ বিমোচনে সৃজন তোমার
চল ইন্দ্রেরে মুক্ত করি কারাগার।

(পট ক্ষেপণ)

উপসংহারাঙ্ক।

—oo—

প্রথম দৃশ্য।

(রাজসভা)

[বিল্বভানু পারিষদগণ ও প্রধান প্রধান প্রকৃতি বৃন্দ]

বিল্ব। শুন, সভাজন ! ঘুচাতে জীবের বেদন,
ত্যজি নিকেতন; হরিপ্রেম বিতরণে হব রত।—
অবিরত ভ্রমি দেশে দেশে। হেন আসে--
বড় অভিলাষী, নাশিতে অজ্ঞান-তমসী ;—
জ্ঞান-শশী ধরিয়া অন্তরে। এ সংসারে--
এই বিধি, দিয়াছেন--বিধি ! ঘুচাতে দুর্গতি ;
মুক্তি তত্ব অন্বেষণ।--জীবের পালন, হরির চরণ
সেবা ; অবজ্ঞা রৌরব যাতন। ছার সুখের স্বপন,
ধর্ম্ম আচরণ মানব জীবনে সার ; পারা পার ভবার্ণবে।
ভবে—হরি বিশ্বতরী ! নিরাশ্রয়ে আশ্রয়-কারী ! পাপ,
তাপ, দর্পহারী ! অনন্ত আকার। নহে নিরাকার,
আকারে প্রধান তিন ;--তিন শক্তি বিরাজিত তার।
শুন করম তাহার। মায়া শক্তি ধরি---সংসারে
আনেন, হরি ! ভ্রান্ত মুগ্ধ করি বুঝি বারে মন ;
এই সংসার প্রধান আশ্রম। "অকারে" করেন পালন

তিনি ; দেহে আত্মা রূপে করি অবস্থান।
"চিৎ শক্তি" জ্ঞান, মুক্তি,ভ্রান্তির হনন,"উকরে করেন"
সৃজন ; নারায়ণ---জীব শক্তি ধরিয়া অন্তরে।
সংহারে---সংহার রূপী !---সর্ব্ব ব্যাপী---"ম" কার
আকারে। আহা !---ভুলিয়া তাহারে, মায়ার আগারে
কেমনে কাটাই কাল ? ওহো ! বহে যায় কাল ;
অনন্ত কালের স্রোতে ! পাপের ভার---আর না পারি
বহিতে, তাই দহি চিতে ; অর্থ পাছে অনর্থ ঘটায়।
নশ্বর জীবন যায়, তাই ছেড়ে যেতে চাই ; পেতে ঠাঁই
চরণে তাহার। শুন, বচন আমার। ত্যজি ষড়বর্গ,
অপবর্গে দিয়া মন ; করহ সাধন সবে। ঘুচিবে সংসার
যাতন ; শান্তি নিকেতন পাবে। এ ভবে নাহি শান্তি,
কেবল ভ্রান্তি ;---রৌরব যাতন। মিথ্যা ধন জন মাত্র ;
সার তত্ত্ব সেই হরির চরণ। তারি শাসনে চালিত
ভুবন। পরীক্ষিতে জীবের মন, লীলা ছলে করেন
খেলন তিনি ; সুখ দুঃখ বিভিন্ন আকারে। তাই
বলি, হৃদে ধরি হরির চরণ, আপন ভাবে করহ পালন ;
যে যেমন বিভিন্ন প্রকারে,—যড় গুণে হয়ে সুনিপুণ।
চলিনু এখন আমি ; মম বাণী সবে রেখহে অন্তরে।

(গমনোদ্যত)

সকলে। শিরে দানি বজ্রাঘাত, কোথা যাবে—মহারাজ ! দৈত্য
রবি ডুবায়ে তিমিরে। ওহো ! এ সংসারে দৈত্যগণ
তোমা বিনে অন্যে নাহি জানে ; অনুমানে তুমি

পিতা, মাতা, । কেমনে নিদারুন ব্যথা দাও স্থত
গনে ? তোমা বিনে কোথা রব মোরা ? করো
নাহে দিশে হারা ; দীন জনের এক মাত্র তুমিই
আশ্রয়। ওহে সদাশয় ! ত্যজি দুরুহ আশয়, দেহ
পদাশ্রয় ; ভাসাওনা শোকের পাথারে ।

বিল্ব। ছি, ছি, ছি—সভাজন ! তুলি মায়ার ক্রন্দন, মোহ
পাশে কেন বাঁধ মন ? জ্ঞান চক্ষু করি উন্মীলন, ভেবে
দেখ দেখি মনে ; কার জন্যে হতেছ উতলা এত ?
অবিরত পড়ি শোকের পাথারে। এ সংসারে আপনার
কোন জন ? ভ্রম দরশনে আত্মীয় স্বজন মাত্র ;—
সার তত্ব সেই হরির চরণ। তাহারি পূজিতে
চরণ, এসেছি ভুবন ; অন্য মন মায়া প্রলোভনে।
একত্রে পক্ষীগণ যথা—থাকি নিশাকালে, সম্বন্ধ রহিত
হয় উষা আগমনে ; তেমতি এ জীবে নশ্বর সকলি।
কেহ আজ—কেহ কালি, কেহ বহুদিন পরে ; কালের
কবল গ্রাসে হইবে পতন। মিছে কেন কর হেন মন ?
ত্যজি মায়ার প্রলোভন, ভাব সদা ; শ্রীমধুসূদন ! যে ধন.
অটল রহিবে ভবে। চলিনু সম্প্রতি ;—বিরতি ধরহ
অন্তরে সবে। দেখা হবে পুনঃ—মনসাধ পুরিলে
আবার। (প্রস্থান)

সকলে। চল, সভাসদগণ। দেখি—দেখি--কত দূর গেল
মহারাজ। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(অম্বুল কানন)

গীত গাহিতে গাহিতে বিল্বভানুর প্রবেশ

গীত

কি ভাবি মানসে জীব ! রহেছ নিশ্চিন্ত বল।
জান নাকি কালে কাল, ঘেরিতেছে অবিরল॥
মিছে কেন মায়া বশে, দারা পুত্র লয়ে হেসে
ভ্রম রৌরব তামসে, সুখ আসে নিরর্গল॥
এই বেলা করি হেলা, নশ্বর সংসার লীলা ;
ভব পারে পেতে ভেলা, সদা মুখে হরিবল॥

মরি ! আনন্দে বিহঙ্গ গায়, কুরঙ্গ নাচায় ; পবন তায় বহিয়া সঘন, মধুর হরিনাম করে বিতরণ ; দূর—দূরতর বনে। কুমারীর গভীর শ্রবণে, প্রতিধ্বনী কয় মোর সনে ;—“হরিবোল—হরিবোল।” আহা ! কবেরে ঘুচিবে ভ্রান্ত গোল, অবোধ জীবের প্রাণে ? মিলি সর্ব্বজনে, প্রাণে প্রাণে বিভিন্ন হইয়া ; গাহিবে এই বচন অমীয়া ; তালে—তালে—দিয়ে করতালী। গাও পুনঃ পাখী সেই বুলি—তুলিয়া সুতান ? ঘুড়াই পরাণ ; অন্তিক বিটপী মূলে বসিয়া ক্ষণেক।

বৃক্ষ মূলে উপবেশনান্তর সকায়ে
হেমাবতীর আবির্ভাব।

(সবিস্ময়ে)

বিল্ব। এঁ্যা--কে তুমি হেথায় ?

হেমা। -- (গীত)

প্রভু! তোমার পরশে,
উদ্ধার হইনু আজি
বিষাদ তমসে ॥
দশ বর্ষ কর্ম্ম ভোগে
এ বিজনে বৃক্ষ রূপে
দহি সদা শোক তাপে
রক্ষিলে হতাসে ;—
চক্রী চক্রে সুখ রবি
হাসিল হরষে ॥

প্রভু! কৃতার্থ করিলে যদি দানি শ্রীচরণ।
কিঙ্করী করিয়ে মম পুরাও বাসন ॥

বিল্ব। ছি, ছি—একি কথা ? কহ, বরাননে !
তুচ্ছি সংসার বাস, এসেছি বিজনে ॥
হরিনাম মূলমন্ত্র সদা জাগে মনে।
অন্তরে—অন্তর করি ষড়রিপুগণে ॥
হেন আশে কেন বাঁধা দাও সুলোচনা।
মিনতি আমার শুন, করনা বিমনা ॥

হেমা। ছাড় ছলা পদ-ভেলা দেহ সদাশয়—
নিরাশা সলিলে কেন ডুবাও আমায় ॥

বিল্ব । চক্রী ! একি চক্র বুঝিতে না পারি—
শঙ্কটে রক্ষহ দাসে দাসে, দানিপদ তরী

দৈববাণী ।

শুক্র শাপে আত্মভোলা হয়ে ভক্তমণি ।
বিস্মরণ হইয়াছ পুরব কাহিনী ॥
বৃক্ষ রূপী নারী কেবল তোমার কারণে ।
জুড়াও জীবন দোঁহে সুখ সম্মিলনে ॥
অভেদাত্মা তুমি আমি করহ শরণ ।
এত দিনে হল তব ভ্রম বিমোচন ॥
দশ বর্ষ মর্ত্ত ভূমে করি বিচরণ ।
অন্তে, নিত্য ধামে হবে এক জীবন ॥

বিল্ব । ঘুচিল ভ্রম মম, এবে লো সুন্দরী ।
পুরাও বাসনা তব পতি পদে বরি ॥

উভয়ের মাল্য প্রদান ।

গীত গাহিতে গাহিতে অপ্সরা গণের প্রবেশ ।

গীত

কিবা শোভা আহা মরি যুগল মিলনে ।
সরো-সোহাগিনী যেন, খেলে শশী সনে ॥
প্রেমিকা প্রেমিক সঙ্গে,
খেলিছে অপাঙ্গ ভঙ্গে ;
পাড়য়ে প্রেম তরঙ্গে, [illegible]ঙ্গে ঢলি দুজনে ।